প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০১ ◆ ১৫ - ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নববর্ষের প্রত্যাশা

অমৃতলোকে
যিশুপ্রেমী, যিশুধ্যানী, সত্য অন্বেষী
পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট

নিবেদিত পালক ও সাধক
আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তোমাদের!

বাম থেকে-সিস্টার মেরী সান্ত্রা এসএমআরএ ৬ষ্ঠ মন্ত্রিণী (মনোনীত), সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ ৩য় মন্ত্রিণী (নির্বাচিত), সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ ১ম মন্ত্রিণী ও সহ-সংঘকর্ত্রী (নির্বাচিত), সিস্টার মেরী শুভ্রা এসএমআরএ সংঘকর্ত্রী (নির্বাচিত), সিস্টার মেরী চামেলী এসএমআরএ ২য় মন্ত্রিণী (নির্বাচিত), সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ চতুর্থ মন্ত্রিণী (নির্বাচিত), সিস্টার মেরী নমিতা এসএমআরএ ৫ম মন্ত্রিণী (মনোনীত)।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এসএমআরএ পরিবার চতুর্দশ সাধারণ মহাসভার সমাপ্তি দিনে সংঘের উর্দ্ধতন পরিচালিকাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘকর্ত্রী ও চারজন মন্ত্রিনী ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। পরবর্তীতে গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সংঘকর্ত্রী মহামান্য আর্চবিশপের অনুমোদনে আরও দুইজনকে মনোনীত করেছেন। সংঘকর্ত্রী তাঁর ছয় জন মন্ত্রিনীকে নিয়ে আগামী চার বছর ২০২৩-২০২৬ পর্যন্ত এসএমআরএ পরিবারকে পরিচালনা দিবেন। তাদেরকে এসএমআরএ পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিজ্ঞা/০৪/২০২৩

চির বিদায়ের একাদশ বছর

দেখতে-দেখতে এগারটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো পরম পিতার অনন্তধামে। তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমার আদর মাখানো কণ্ঠস্বর, তোমার মুখের অকৃত্রিম হাসি, তোমার অসীম স্নেহ-ভালবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং অন্যদেরও সুখী করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য
পরিবারবর্গ

কোড়ায়ার বাড়ি, পুরান তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়ায়া
জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞা/০৩/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০১
১৫ - ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১ - ৭ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নতুন বছরের পথচলা

নতুন আশা ও নতুন স্বপ্ন নিয়ে শুরু হলো নতুন একটি বছর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ। সফলতা-ব্যর্থতা, অর্জন-বর্জন, সুখ-দুঃখ সবকিছু নিয়ে ইতিহাসের গর্ভে চলে গেলো ২০২২। ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, আরো নতুন নতুন সাফল্য অর্জনের প্রয়াসী হওয়ার সাধু সংকল্প নিয়ে নতুন বছর শুরু করার মুহূর্তে আমরা আমাদের সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। নতুন বছর সবার জীবনে নতুন হয়ে দেখা দিক। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হয়ে উঠুক সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলময়।

নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে যে যাত্রা শুরু হলো, সে পথযাত্রায় আমাদের কিন্তু পিছনে ফিরে তাকাতে হবেই। বিগত বছরে করোনা খুব বেশি চোখ রাঙাতে না পারলেও আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার নিজেদের মধ্যে এবং ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ সারা বিশ্বের জনগণের জীবনই দুর্বিসহ করে তুলেছে। যুদ্ধের কারণে মারা গিয়েছে হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ কোটি মানুষ অভিজ্ঞতা করেছে দুর্বিসহ যন্ত্রণা, অগণিত মানুষ হয়েছে গৃহ ও কর্মহীন, দারিদ্রতা চেপে বসেছে পৃথিবীর অনেক স্থানে। তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের অপ্রতুল সরবরাহে স্বাভাবিক জনজীবন বিঘ্নিত হয়েছে বার বার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অবিরত উর্ধ্বগতি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকেই বিপর্যস্ত করে তুলছে। রেমিটেন্স প্রবাহের হ্রস্ব গতি, ডলার সংকট, সিন্ডিকেট করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, দল ও স্বজন প্রীতি, অপরিকল্পিতভাবে ঘন ঘন মূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে উদাসীনতা ও অনীহা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলোর সাথে সংগ্রাম করেই আমাদের ২০২২ খ্রিস্টাব্দ কেটে গেল। তবে সংগ্রাম করেই সফল হতে হয় - সেটাও আমরা অভিজ্ঞতা করেছি ২০২২ এ। নিজেদের অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু দিয়ে যান চলাচলে খুলে গেলো এক নতুন দিগন্ত। সহজ হলো দেশের পূর্বাঞ্চলের সাথে রাজধানীর যোগাযোগ। ২২' শেষে এসে কাঙ্খিত মেট্রোরেলের শুভসূচনা হয়ে গেলো। দুরন্ত গতিতে ব্যবহার হচ্ছে পদ্মা সেতু আর মেট্রোরেল নিয়ে মানুষের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। আধুনিক প্রযুক্তির মেট্রোরেলের যুগে প্রবেশ জাতিকে গৌরবান্বিত ও আশান্বিত করছে। সংগ্রাম করে আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা এনেছি, অবিরত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাচ্ছি। কিন্তু নিজেদের মনমানসিকতার উন্নয়ন ঘটাতে পারছি না। দেশের উন্নয়নের ধারার সাথে নিজেদের ব্যক্তি জীবনের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। করোনার ভয়াবহতা ও যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকট কালেও কিছু মানুষ নিজেদের আখের ঘুচাতে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেনি। আইন-কানুন কঠিন করা ও তা মানার কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধ দৃঢ় করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে দৃঢ় না হলে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে না। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই সকল মহলে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হোক। কেননা মানবিক উৎকর্ষতা হলেই আমরা একজন আরেকজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ও একসাথে পথ চলে শান্তি আনতে পারবো।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের শেষদিনে বিশ্ব হারিয়েছে বিশ্বনেতা অবসরপ্রাপ্ত পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্টকে। ৯৫ বছরে ভাতিকানের মাতের এক্লিজিয়েল বাসভবনে তিনি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমৃতলোকে প্রবেশ করেন। বিগত ৬০০ বছরের ইতিহাসে তিনি ব্যতিক্রমী পোপ যিনি স্বেচ্ছায় পোপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে প্রার্থনাময় অবসর জীবন-যাপন করেন। ঐশতত্ত্বে প্রাজ্ঞ এবং বিনম্রতায় সমুজ্জ্বল পোপ বেনেডিক্ট জার্মানীর বাভারিয়া অঞ্চলে ১৬ এপ্রিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি আদর্শ কাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবার থেকেই বিশ্বাসে বলীয়ান হবার ও তা চর্চা করার শিক্ষা পেয়েছেন। অত্যন্ত মেধাবী যোসেফ আলুইসিয়াস র‍্যাৎসিঙ্গার ২৯ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে যাজক পদে অভিষিক্ত হন এবং তাঁর বিশপের উপদেষ্টা হিসেবে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার একজন বিশেষজ্ঞ। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আর্চবিশপ ও কার্ডিনালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী বেশকিছু বছর ভাটিকানের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেন। তবে প্রখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি বিশ্বাস সংক্রান্ত দপ্তরেই বেশি অবদান রাখেন। কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গারের সকল জ্ঞান, পালকীয় অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনাদর্শ ও দূরদর্শী চিন্তাধারা, মণ্ডলীতে ঐশতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতির ফলশ্রুতিতে ১৯ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ২৬৫তম পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন ও পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট নাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পোপীয় শাসনামলে সত্য প্রকাশ ও প্রচারে বিশেষ জোর দিয়েছেন। শান্তি স্থাপনে বহুমুখী সংলাপকে হাতিয়ার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বনেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করার সাথে সাথে শান্তি স্থাপনে তাঁর জোর প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সত্য সাধক প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের শান্তি স্থাপনের চেষ্টা আরো বেগমান হবে ও জগতে শান্তি আসবে প্রত্যাশা করি। পোপ বেনেডিক্ট স্বর্গে শান্তিসুখে থেকে নিশ্চয় জগতের শান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন।

বছরের শুরুতেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর ধর্মগুরু প্যাট্রিয়ার্ক কিরিলের অনুরোধে স্বল্প সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাদের শুভ বুদ্ধি অবিরত জাগ্রত থাকুক। নিজ নিজ দেশ ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য রাশিয়া ও ইউক্রেন সংলাপে বসে সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটাক আর শান্তি আনয়নে সহায়ক হোক - এ হোক আমাদের নববর্ষের প্রার্থনা।

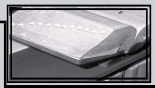

পরের দিন হল কি, যোহন দেখতে পেলেন, স্বয়ং যিশু তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি তখন বলে উঠলেন: "ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক-জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! ওরই বিষয়ে আমি সেদিন বলেছিলাম ঃ 'এমন একজন আমার পরে আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ তিনি আমার আগেই ছিলেন। *(যোহন - ১:২৯-৩০)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

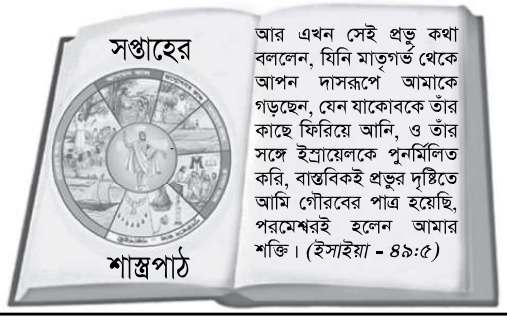

আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন, যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়ছেন, যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি, ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি, বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি, পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি। *(ইসাইয়া - ৪৯:৫)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫ - ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৫ জানুয়ারি, রবিবার
ইসা ৪৯: ৩, ৫-৬, সাম ৩৯: ২, ৪কখ, ৭-১০, ১ করি ১: ১-৩, যোহন ১: ২৯-৩৪

১৬ জানুয়ারি, সোমবার
হিব্রু ৫: ১-১০, সাম ১০৯: ১-৪, মার্ক ২: ১৮-২২

১৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু আন্তনী, মঠাধ্যক্ষ স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ
হিব্রু ৬: ১০-২০, সাম ১১০: ১-২, ৪-৫, ৯, ১০, মার্ক ২: ২৩-২৮

১৮ জানুয়ারি, বুধবার
হিব্রু ৭: ১-৩, ১৫-১৭, সাম ১০৯: ১-৪, মার্ক ৩: ১-৬

১৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
হিব্রু ৭: ২৫--৮: ৬, সাম ৩৯: ৭-১০, ১৭, মার্ক ৩: ৭-১২

২০ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর, **সাধু সেবাস্টিয়ান,** সাক্ষ্যমর
হিব্রু ৮: ৬-১৩, সাম ৮৪: ৮, ১০, ১১-১২, ১৩-১৪, মার্ক ৩৩: ১৩-১৯

২১ জানুয়ারি, শনিবার
সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী ও সাক্ষ্যমর স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ
হিব্রু ৯: ২-৩, ১১-১৪, সাম ৪৬: ২-৩, ৬-৭, ৮-৯, মার্ক ৩: ২০-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৫ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৫০ সিস্টার এম ক্যাথেরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার রেমন্ড বোয়াভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ ফাদার মাইকেল অতুল পালমা সিএসসি (ঢাকা)

১৬ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৬৪ ফাদার রিচার্ড নোভাক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ কচুবিলিকাকাম (ঢাকা)

১৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৮ ব্রাদার ভিতাল সিএসসি
+ ১৯৮১ সি**স্টার** এম. ওবার্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী পলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৮ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৪৬ সিস্টার এম. রুডলফ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ সি**স্টার** মেরী ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী ম্যাগ্ডালিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার সিলভানো গারেল্লো এসএক্স (ঢাকা)

১৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লিওনার্দো স্কালেট এসএ**ক্স** (খুলনা)

২০ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ২০০৪ ফাদার কমল আই. ডি'কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার আরতি সিসিলিয়া গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২১ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৯৪ ফাদার জেমস সলোমন (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

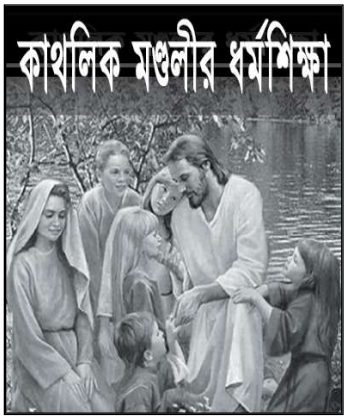

১৪৫৮: একান্তভাবে প্রয়োজন না হলেও, প্রতিদিনের দোষ-ত্রুটির (লঘু পাপসমূহ) জন্য পাপস্বীকার করতে খ্রীষ্টমণ্ডলী জোরালো সুপারিশ করে। বাস্তবিকপক্ষে লঘুপাপের জন্য পাপস্বীকার আমাদের বিবেক গঠন করতে, মন্দ-প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিরাময় লাভ করতে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। এই সংস্কার ঘন ঘন গ্রহণের মাধ্যমে, পিতার দয়ার দান লাভ ক'রে, পরম পিতারই মত দয়ালু হতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। যে তার পাপসকল স্বীকার করে... সে ইতোমধ্যেই ঈশ্বরের সঙ্গে কাজ করছে। ঈশ্বর তোমার পাপকে অভিযুক্ত করেন; তুমিও যদি সে-পাপকে অভিযুক্ত কর, তাহলে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম। মানুষ ও পাপী বলতে দু'টি বাস্তবতা: যখন তুমি বল 'মানুষ'- তা তো ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন; যখন তুমি বল 'পাপী'- তা তো মানুষের নিজেরই সৃষ্টি করেছ তা ধ্বংস কর, যাতে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা তিনি রক্ষা করতে পারেন...। তুমি যা সৃষ্টি করেছ তা যখনই প্রত্যাখ্যান কর, তখনই তোমার ভাল কাজ শুরু হতে থাকে, কারণ তুমি তোমার মন্দ কাজের জন্য নিজেকে অভিযুক্ত করছ। মন্দ কাজগুলো স্বীকার করা হল ভাল কাজের আরম্ভ। তুমি সত্যসাধন কর এবং আলোতে উপনীত হও।

১৪৫৯: অনেক পাপ প্রতিবেশির ক্ষতি করে। যে ক্ষতি করা হয় যতদূর সম্ভব তা পূরণ করা উচিৎ যেমন, চুরি-করা জিনিস ফেরৎ দেওয়া, কারও দুর্নাম করা হলে তার সুনাম ফিরিয়ে আনা, দৈহিক আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ)। সাধারণ ন্যায্যতার দাবী তো তাই। কিন্তু পাপ স্বয়ং পাপীকেও আঘাত ও দুর্বল করে এবং একই সময় ঈশ্বর ও প্রতিবেশির সঙ্গে তার সম্পর্ককে আঘাত ও দুর্বল করে। পাপমোচন যদিও পাপ দূর করে, তথাপি পাপের কারণে সৃষ্ট সব বিশৃঙ্খলা প্রতিকার করে না। পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করলেও, পাপের প্রতিকারের জন্য আরও কিছু ক'রে পাপীকে তার পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে; পাপের জন্য তাকে "ক্ষতিপূরণ" বা "প্রতিবিধান" করতে হবে। এই ক্ষতিপূরণকে "প্রায়শ্চিত্ত" ও বলা হয়।

১৪৬০: পাপস্বীকার শ্রোতা অনুতাপীয় ব্যক্তিগত অবস্থা ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল বিবেচনা করে দণ্ডদান করেন। এই দণ্ড কৃত পাপের গুরুত্ব ও প্রকৃতির সঙ্গে তদূর সম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এই দণ্ড হতে পারে প্রার্থনা, দান, দয়ার কাজ, প্রতিবেশীর সেবা, স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগ, ত্যাগস্বীকার, এবং সর্বোপরি ধৈর্যসহকারে ক্রুশ গ্রহণ যা আমাদের বহন করতে হয়। এরূপ প্রায়শ্চিত্ত আমাদের খ্রীষ্টের সদৃশ হতে সাহায্য করে, যিনি আমাদের পাপের কারণে সর্বকালের জন্য একবারই প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এসবই আমাদেরকে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী করে তোলে, "যদি আমরা তাঁর দুঃখভোগে অংশীদার হই"। আমাদের পাপের জন্য আমরা যে ক্ষতিপূরণ করি, তা পুরোপুরি আমাদের নয়, যদি না যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তা করা হত। আমরা, যারা কেবলমাত্র নিজেরাই নিজে থেকে কিছু করতে পারি না, যিনি আমাদের শক্তি দেন, তাঁর সহযোগিতায় সবই করতে পারি। মানুষের গর্ব করার কিছুই নেই, আমাদের সব গর্ব খ্রীষ্টেতে... যাঁর দ্বারা আমরা 'অনুতাপের উপযোগী ফল' আনয়ন ক'রে ক্ষতিপূরণ করি। এ সবের ফলপ্রসূতা তাঁর কাছ থেকেই, তাঁর দ্বারাই পিতার কাছে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর মাধ্যমেই পিতার কাছে এসব গ্রহণীয় হয়॥

নববর্ষের প্রত্যাশা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

কালের চাকার বিরতিহীন আবর্তনে এ বিশ্বজগত আবর্তিত হচ্ছে। চিরাচরিত নিয়মেই বিশ্ববাসী আরেকটি নূতন বৎসর শুরু করেছে। অতীতের সব দুঃখ, বেদনা, বিফলতা পিছনে ফেলে নবউদ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষায় সকলেই হয়েছে প্রত্যয়ী।

পৃথিবীর সমস্ত জাতি-ধর্মের, বর্ণ-গোত্রের মানুষ নববর্ষকে ঘিরে আনন্দ উৎসব করে। এ সময় সকলের স্বপ্ন-প্রত্যাশা, যোগ-বিয়োগের হিসেবের খাতায় নূতন করে মাত্রা পায়। মানুষ তাদের প্রত্যাশার ও প্রাপ্তির অংক মিলাতে বসে সকলেই।

বিগত দুটি বছর, দুই হাজার ঊনিশ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে চীনের উহান থেকে উদ্ভূত 'কোভিড-ঊনিশ' এর ঝড় দেখেছে বিশ্ববাসী। এ সময় করোনা মহামারির কারণে স্মরণাতীতকালের সর্বাধিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। বিগত বছরে উল্লেখযোগ্য পর্যায় এই মরণাভাইরাসের দৌরাত্ম স্তিমিত হয়ে গেলেও তার রেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বিশ্ব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, করোনার কারণে বিশ্ববাসী নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং তার ধারাবাহিকতা এখনও চলমান।

বিগত তিনটি বছর ধরে কোভিড ঊনিশের কারণে পুরো বিশ্ব কার্যত নাজেহাল হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী টানা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেশে দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। তার ফলে, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধের অস্থিতিশীল পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। এ পরিবর্তন আশঙ্কাজনক হারে সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষে মানুষে হৃদয়বৃত্তিক আচরণের অনুশীলন এবং সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক যোগাযোগ হচ্ছে বিঘ্নিত। মানুষ সুকুমার প্রবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। ফলশ্রুতিতে, ব্যক্তি মানুষ একে অন্যের প্রতি কাম্য সহনশীল আচরণ না করে, বিকৃত ও উল্টো আক্রমণাত্মক এবং অস্থিতিশীল মেজাজ প্রদর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাতে তার বিবেকবোধে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। তার সংবেদনশীলতাও সঠিকভাবে কাজ করছে না। দেখা যাচ্ছে, একরকম নির্দ্বিধায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষ নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক পথে তাড়িত ও ধাবিত হচ্ছে। তাতে সমাজে, রাষ্ট্রে দেখা দিচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। শান্তিবাদী সুশীল মানবসমাজ না পারছে সহ্য করতে। না পারছে বিরুদ্ধাচরণ করতে। না পারছে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে এবং যারা প্রতিবাদী হচ্ছে, তাদের ওপর নেমে আসছে জুলুম, অত্যাচার এমনকি প্রাণহানিও ঘটছে!

নারী ও শিশুদের, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নৃ-জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন চলছে অবাধে। ধর্মীয় মৌলবাদীচক্রের দৌরাত্মের শিকার হচ্ছে

ছবি : পিটার ডেভিড পালমা

সাধারণ জনগোষ্ঠী। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে মানুষের পেশার দ্রুত পরিবর্তন, দুর্নীতি দুঃশাসন মানবাধিকার লঙ্ঘন মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠ চেপে ধরা, স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ বাধাগ্রস্ত করা, অর্থ পাচার, নারী পাচার, দেশে দেশে বেকারত্ব, অত্যাচার ও অনাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের আশায় অবৈধ পথে অন্য দেশে অভিবাসী হওয়ার জন্য দুর্গম পথে যাত্রা করে মৃত্যু ও সলিল সমাধির মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। ইউক্রেন ও মায়ানমারের মত দেশের মানুষ, রাশিয়া ও মায়ানমার জান্তাসেনাদের অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী এমনকি দূরবর্তী দেশে শরণার্থী হচ্ছে বাধ্য হয়ে।

অন্যদিকে, বিশ্বের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়েই চলেছে! ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় দৃশ্যমান হচ্ছে সমূহ ছন্দপতন! প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে! বিশ্বব্যাপী নানা ধরণের অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক দুর্যোগ নৈমিত্তিক হয়ে গিয়েছে। দেশে দেশে ক্রমাগত হারে দাবানাল, খরা, বন্যা, তুষার ঝড়, ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিকম্পসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশ্ববাসী সবাইকে তটস্থ করে তুলেছে! ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নূতন নূতন রোগ ব্যাধিসহ নানাবিধ শারীরিক জটিলতায় প্রাণহানির মাত্রাও বেড়ে চলেছে!

একই সাথে করোনার নূতন ভ্যারিয়েন্টের আক্রমণাত্মক বিস্তার, বাংলাদেশসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ডেঙ্গুর প্রভাবে প্রাণহানি ইত্যাদি চলমান রয়েছে। তার সাথে মানবসৃষ্ট দুর্বিপাক পুরো পৃথিবীকে ন্যুব্জ ক'রে রেখেছ।

করোনা পরবর্তী সময়ে দেশে দেশে উদ্ভূত নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় গোটা বিশ্ব যখন জর্জরিত, এরই মধ্যে শুরু হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। একরকম, মড়ার উপর খাড়ার ঘা হয়েই সারা বিশ্বের উপর ছায়াপাত করেছে এই যুদ্ধ। দুই হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দের প্রথ মার্ধে শুরু এই যুদ্ধ এখন বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে!

দেশে দেশে যুদ্ধের ও মারণাস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার, হানাহানি, নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে জ্বালানি তেল-গ্যাসের সাথে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, সরবরাহ, বাজার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি এত সমস্ত পুরো বিশ্বকে নজিরবিহীন দূরবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছে তীব্র জ্বালানি ও খাদ্য সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক, মন্দা। একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশীয় ও বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। তাই, বিশ্বময় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে বেকারত্ব।

রাশিয়া-ইউক্রেন, এই দুই দেশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইতোমধ্যেই বিস্তারলাভ করেছে শক্তিধর উন্নত দেশগুলোর বলয়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই পুরো বিশ্বটা পরাশক্তির কক্ষে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার অনিবার্য প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশগুলোতে। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই এক দেশ আরেক দেশকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নিজেদের শক্তির মহড়া দেখাচ্ছে!

মূলত উন্নয়নশীল, অনুন্নত বা দরিদ্র কোন দেশই এখন এই যুদ্ধের আওতার বাইরে নেই। ফলতঃ এর রেশ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বময়। এ আলামত খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

অনেকের আশঙ্কা, এর চূড়ান্ত পরিণতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে!

বর্তমান বিশ্বে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে দেশে দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে ভোক্তা সাধারণ অধিক ও কল্পনাতীত উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। এত কিছুর অভিঘাত পড়ছে পরিবারে ও ব্যক্তি পর্যায়। তাঁরা জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেকেই প্রয়োজন এবং সাধ্যের তালিকা কাটছাট করেও কুলকিনারা করে উঠতে পারছে না। তাই, তাদের সকলের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মৌলিক বিষয়ের প্রতিটি স্তরে আসছে অস্বাভাবিক পরিবর্তন, যা কোনমতেই শুভলক্ষণ নয়।

উপরন্তু, দেশে দেশে চলছে রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। সম্ভাব্য যুদ্ধের হুমকি ধামকি। এ সবের মূলে রয়েছে তথাকথিত ভূ-রাজনৈতিক ভয়ঙ্কর অসম প্রতিযোগিতা। একই সাথে বিশ্বের অনেক দেশেই চলমান রয়েছে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক সংঘাত। এত কিছু মানব সভ্যতাকে মহাসংকটের মুখোমুখি নিয়ে যাচ্ছে। সচেতন বিশ্ববাসী এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দের অনেকেই তাদের শঙ্কা ব্যক্ত করছেন, এই নূতন বছরে পুরো বিশ্ব খাদ্য সংকট সহ আনুষঙ্গিক বৈরী দুরবস্থার মুখোমুখি হবে। তাদের সকলের প্রশ্ন, এ ভাবে আর কতদিন? তাদের আকুল আকুতি, যে ভাবেই হোক, এ বিশ্বকে এবং বিশ্বের মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতেই হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সমস্তই মানুষের কৃত কর্মফল। একদিকে মানুষ প্রকৃতিকে লালন নয়, ধ্বংস করতেই যেন ব্যস্ত এবং অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের অবিশ্বাস এবং ধর্মকর্মের প্রতি চরম অনীহা এ সমস্ত বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করছে। মানুষের পাপের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে সমস্ত সৃষ্টি। আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তাও বোধ করি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তারই সৃষ্ট প্রিয় এ বিশ্বজগত থেকে! এ বিশ্বের আশু ধ্বংস বুঝি অনিবার্য হয়েই পড়েছে! তাই, এ সময় আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রার্থনা, মহান সৃষ্টিকর্তা সমস্ত বিপর্যয় থেকে এ বিশ্বকে, তাঁর প্রিয় মানবজাতিকে এবং সৃষ্টিকুলের সবকিছুকে যেন সুরক্ষা করেন। সাথে বিশ্ববাসী সকলকেই উপরোক্ত প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্বিপাক থেকে বিশ্ব এবং বিশ্ববাসী সবাইকে সুরক্ষা করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রভাতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নবপ্রেরণায় পরিস্নাত হয়ে বিশ্ববাসী আমরা সকলেই জেগে উঠেছি। দুই হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ পিছনে ফেলে, নূতন বছর দুই হাজার তেইশে পদার্পণ করেছি সকলেই আমরা। আমাদের সকলের প্রত্যাশা, বিগত সময়ের সমস্ত ব্যর্থতার, অপূর্ণতার এবং সকল গ্লানির আঁধার কাটিয়ে এই নববর্ষের দিনগুলো ঝলমলিয়ে উঠবে। বিশ্ববাসী সকলের প্রত্যাশা, আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক ও বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় পরিসরে নূতন এই বছরটি সুখের, শান্তির, অর্জনের এবং সমৃদ্ধির ব্যাপ্তিকে করবে প্রসারিত। আমরা দেখবো, আমাদের সামনে অবারিত সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে! আমরা সকলেই দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাচ্ছি! একসাথে, এক তালে হাতে হাত রেখেই এগিয়ে যাচ্ছি! সামনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্পৃহা আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলেছে। তারুণ্যের চঞ্চলতায় আমাদের সকলেই আলোকিত! এ আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র।

এই নূতন বছরটি আমাদের বিশ্বের সকলের জন্য উন্মোচন করে দিক অমিয় সম্ভাবনার দুয়ার। সকল সংকটের ও আশংকার আঁধার কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই সামনের দিকে। সকলে মিলে এ বিশ্বকে গড়ে তুলবো আনন্দলোক হিসেবে! শুভ নববর্ষ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ!

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুবনারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ'তে একজন আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন **আইটি অফিসার** নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	*আইটি অফিসার*	*১ জন*	১. *উইনডোজ ডোমেইন কন্ট্রোল (ডি.এন.এস) স্থাপন/হোস্ট ব্যবস্থাপনা, এক্সেস কন্ট্রোল সেটআপ, মনিটরিং ও ট্রাবল শুটিং* ২. *প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যার পরিচালনা, তথ্য সংশোধন ও বর্ধিতকরণ সহ সকল কাজ সম্পন্ন করা;* ৩. *প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পরিচালনা করা এবং নিয়মিত কনটেন্ট ব্যবস্থাপনা করা;*	• *অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সাইন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি/ ডিপ্লোমা বা সমমান ডিগ্রীধারী হতে হবে।* • *যে কোন প্রতিষ্ঠানে কম পক্ষে ১ বছর সফট্ওয়্যার সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।* • *হার্ডওয়ার, সফ্টওয়ার, ওয়েব পেইজ ডিজাইন, ফটোশপ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা থাকতে হবে।*

• **বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি: বেতন এবং ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।**

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী: প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী :

১. *প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।*
২. *সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।*
৩. *জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।*

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ** এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে ।

সাধারণ সম্পাদিকা

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/০৮/২৩

অমৃতলোকে যিশু প্রেমী, যিশু ধ্যানী পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট

সুনীল পেরেরা

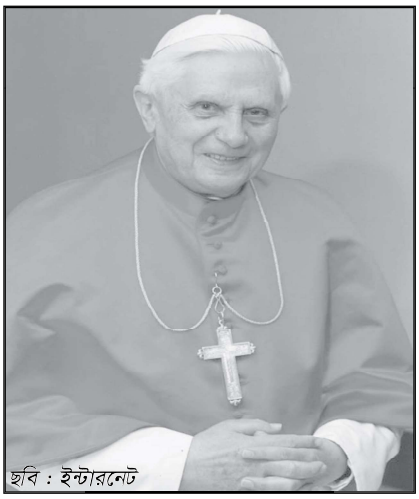
ছবি : ইন্টারনেট

নাম: যোসেফ আলয়সিউস র‍্যাৎসিঙ্গার
জন্ম: এপ্রিল ১৬, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক: ২৯ জুন, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
আর্চবিশপীয় অভিষেক: ২৮ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
কার্ডিনাল: ২৭ জুন, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
পোপ নির্বাচন: ১৯ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ,
পোপ হিসেবে নাম গ্রহণ: পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট
পোপের দায়িত্ব গ্রহণ: ২৪ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
অবসর গ্রহণ: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
মৃত্যু: ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

সকলের পরিচিত কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মগুরু, প্রভু যিশুখ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি পোপ দ্বিতীয় জন পল ৩ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন জার্মানীতে জন্মগ্রহণকারি কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল পোপ নির্বাচিত হয়ে ষোড়শ বেনেডিক্ট নাম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন ২৬৫তম যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি। একজন প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ, ঐশতত্ত্বে পণ্ডিত কার্ডিনাল পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণ করলে ভক্তগণ খুবই আনন্দিত হয়। তিনি পোপের দায়িত্ব শুরু করেছিলেন "খ্রিস্টীয় ভালবাসা' বিষয়ক তাঁর প্রথম বিশ্বজনীন পত্র প্রকাশ করে। তিনি "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ। ঐশতত্ত্ব সাধনাকেই তাঁর জীবনের আহ্বান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টে জার্মান দেশের বাভারিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার এসআর একজন পুলিশ অফিসার ও মাতা: মারীয়া র‍্যাৎসিঙ্গার। ৩ ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছোট। শৈশব ও স্কুল জীবনে, বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ "মোজার্ট" পরিবেশে তিনি খ্রিস্টীয়, মানবিক ও সাংস্কৃতিক গঠন পেয়েছেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন তিনি যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ মার্চে আর্চবিশপ এবং পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জুন কার্ডিনাল হিসবে অধিষ্ঠিত হন। পুণ্যপিতা পোপ ২য় জন পলের মৃত্যুর পর পবিত্র আত্মার শক্তিতে কার্ডিনালগণ কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গারকে বেছে নেন। আর তিনি পোপ দ্বিতীয় জন পলের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি অন্তর দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে 'ঈশ্বর প্রেম-স্বরূপ'। সত্যিই তিনি একজন ঈশ্বর-প্রেমিক। তার প্রথম সর্বজনীন পত্রে পুণ্যপিতা লিখেছেন ন্যায্যতা হল সকল রাজনীতির লক্ষ্য এবং অন্তর্নিহিত মানদণ্ড। একজন খ্রিস্টানকে একটি ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই কাজ করতে হবে, যাতে থাকবে দরিদ্রদের জন্যে ভাবনা। তিনি বলেছিলেন, বর্তমান সময়ে ধর্ম প্রকাশ্য জীবন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। তাই সময় এসেছে কাথলিক বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করার। খ্রিস্টান হচ্ছে তারাই, খ্রিস্টের ভালোবাসা যাদেরকে জয় করে নিয়েছে। খ্রিস্টের ভালোবাসা যে আমাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। মহামান্য পোপ আরও বলেন, "বিশ্বাস আমাদের বলে দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন। এই বিশ্বাসই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বিদীর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ আমাদের দেখিয়ে দেয়, আমাদের মধ্যে ভালোবাসার উন্মেষও ঘটায়। ভালোবাসাই আলো যা তমসাচ্ছন্ন জগতকে আলোকিত করতে পারে। বিশ্বাসের দ্বারাই ভালোবাসা মূর্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বর বিনামূল্যে আমাদের ভালোবাসা দিয়েছেন, এই ঐশ ভালোবাসায় আমরা বসবাস করি এবং তা অন্যদের কাছে বয়ে নিয়ে যাই।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি ছিল পুণ্যপিতার জনসমক্ষে শেষ অধিবেশন। সেদিন তিনি ঘোষণা দেন তার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা। তিনি বলেন, আমি আমার শারীরিক দুর্বলতা উপলব্ধি করে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্যই আমার এ সিদ্ধান্ত। আমার ধ্যান প্রার্থনা ও অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে মণ্ডলীর সাথে আরও গভীরভাবে একাত্ম হতে চাই ও ভিন্নভাবে মণ্ডলীর সেবা করতে চাই। "তার এই সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে তিনি সকলের সাথে উন্মুক্ত করে গেলেন মণ্ডলীর প্রতি তার ভালোবাসার মঙ্গল কামনার নতুন দিগন্ত। গির্জার ঘন্টাধ্বনির সুরে সুরে গোটা বিশ্বে ছাড়িয় পড়ে এই দুঃসংবাদটি। তাঁর শেষ কথা "শুভরাত্রি"।

পোপের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়া একটা বিরল ঘটনা। এর আগে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ১২শ গ্রেগরী পদত্যাগ করেছিলেন এবং পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের মত স্ব-ইচ্ছায় অবসরে গিয়েছিলেন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন কারণ মণ্ডলীর সুপরিচালনার জন্য পোপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন তিনি। আশ্রম জীবনে তিনি ৯ বছর ধ্যান-প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও লেখালেখির মধ্যদিয়ে সময় কাটিয়েছেন। বড়ই বিস্ময়কর তার অবসর সময়। যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি" এই শেষ কথাটি উচ্চারণ করেই তিনি চলে গেলেন পরম-পিতার অমররাজ্যে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর সেই বেদনাপূর্ণ দিনটিতে গোটা বিশ্ব থমকে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বছরের শেষ দিনে সমস্ত হিসেব নিকেশ শোধ করে দিয়ে চলে গেলেন যিশুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। অবসর প্রাপ্ত একজন জীবিত থাকতেই আরেকজন নতুন পোপ হলেন পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস। তিনিই তাঁর পূর্বসূরীকে সমাধিস্থ করলেন পরম শ্রদ্ধায়, বেদনায়।

পোপ বেনেডিক্টের বিশপীয় মটো ছিল "সত্য-সাধনে সহযোগী।" তাই তিনি সারাজীবনে ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তি দ্বারা সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। সত্যকে তিনি অন্তরে ধারণ করেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাকে অর্থাৎ মণ্ডলীকে পাথরের উপর নির্মাণ করবেন যেমন যিশু বলেছিলেন, 'পিতর তুমি পাথর, এই পাথরের উপরই আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব।" তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, ঈশ্বর তার দুর্বল স্কন্ধের উপর মণ্ডলীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ঐশরিক শক্তির উপর। সে শক্তি অপরিসীম। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি বিনম্র চিত্তে এবং ঐশরিক করুণার উপর গভীর আস্থা রেখেই সর্বজনীন মণ্ডলীর সেবার্থে এই বিশেষ প্রৈরিতিক দায়িত্ব গ্রহণ করছি।" ৭৮ বছর বয়সে জটিল, ভোগবাদ বিশ্বায়নের এ যুগে তিনি মণ্ডলীর সর্বময় কর্ণধার হলেন। তিনি কি পারতেন নৈতিকতা দিয়ে বিশ্বাসীকে দিকনির্দেশনা দিতে? কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন পবিত্র আত্মার শক্তি তার মধ্যে নিত্য বিরাজিত। এছাড়া কোটি কোটি ভক্তকুলের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার তো রয়েছেই। সাধু পৌল বলতেন, আমি যখন দুর্বল তখনই আমি শক্তিশালী। কারণ ঈশ্বরের শক্তি তখন আমার মধ্যদিয়ে কাজ করে।" প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি ফলশালী হয়েছেন।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট হিসেবে প্রথম দিনেই বলেছিলেন, "আমি হলাম ঈশ্বরের বাগানের একজন সাধারণ মালী মাত্র। তবে আমি একা নই, আমার সাথে আপনারাও আছেন।" বিজ্ঞ কার্ডিনাল সুদীর্ঘ ৬ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'কাথলিক ধর্মশিক্ষা' পুস্তিকাটি সম্পন্ন করেন তার ভক্ত-সন্তানদের জন্য। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ। পোপ বেনেডিক্ট ছিলেন একজন ঐশতত্ত্ববিদ, ধর্মশিক্ষাগুরু, ধর্মতত্ত্বের সুদৃঢ় সংরক্ষক, সুস্পষ্ট বক্তা। তিনি ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১০টি ভাষাতে পারদর্শী ছিলেন। প্রয়াত পোপ বেনেডিক্ট তার আধ্যাত্মিকতা, তার সময়োচিত সুদূরপ্রসারি সিদ্ধান্তের জন্য ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন॥

ছবি : ইন্টারনেট

সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্বস্ত সেবকের চিরবিদায়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অনুভূতি

ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মাতের এক্লেজিয়া বাসভবনে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বিগত প্রায় ১০ বছর তিনি শারীরিক নানা অসুস্থতা ও জটিলতায় ভুগছিলেন। ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সাধারণভাবে তাঁকে সমাহিত করা হয়। শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকে স্মরণ করেছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও খ্রিস্টান ধর্মানুসারীরা।

জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক ভল্টের স্টেইনমেইয়ের এক বার্তায় জার্মানে জন্মগ্রহণকারী পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট এর সংলাপ প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন দল ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সংলাপের করণের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। একইভাবে জার্মানীর চ্যান্সেলর ওলাজ স্কলজ পোপ বেনেডিক্টকে কাথলিক মণ্ডলীর গঠনদায়ী ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, প্রয়াত পোপ বেনেডিক্ট একজন প্রথিতযশা ঐশতত্ত্ববিদ, যিনি সারা জীবন মণ্ডলীতে নিবেদিত ছিলেন তাঁর নীতি ও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে। প্রেসিডেন্ট স্মৃতিকাতর হয়ে বলেন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন পোপ বেনেডিক্টের সাথে ভাটিকানে সাক্ষাৎ করি তখন আমি অভিজ্ঞতা করি তাঁর উদারতা ও স্বাগত মানসিকতা এবং অর্থপূর্ণ কথোপকথন। দয়াপূর্ণ সেবাকাজে তাঁর যে মনোযোগিতা তা আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠুক।

জাতিসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী আন্তনিও গুতেরেজ পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং প্রয়াত পোপকে প্রার্থনা ও অধ্যয়নের এক নম্র ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেন এবং আরো মন্তব্য করে বলেন, পোপ বেনেডিক্ট তার বিশ্বাসে নীতিবান, শান্তির সাধনায় অক্লান্ত এবং মানবাধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ইতালিয়ান প্রেসিডেন্ট সার্জো মাত্তারেল্লো বলেন, পোপ বেনেডিক্টের মৃত্যু সমগ্র দেশের জন্যই শোকের কারণ। তাঁর কোমল ব্যবহার ও প্রজ্ঞা আমাদের নিজেদের সমাজ ও সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উপকৃত করেছে। **ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি** পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকে 'বিশ্বাস ও যুক্তির অতিমানব' হিসেবে অভিহিত করেছেন যাকে ইতিহাস কখনো ভুলবে না।

বৃটেনের রাজা চার্লস পোপ ফ্রান্সিসকে এক বার্তায় জানান, পুণ্যপিতা; আপনার পূর্বসূরী পোপ বেনেডিক্টের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক জ্ঞাপন করছি। তাঁর সাথে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকানে আমার সাক্ষাতের সময়টি আমি অনুরাগের সাথে স্মরণ করছি। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যে তাঁর প্রৈরিতিক সফর ভাটিকান ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। শান্তি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে বিশ্বব্যাপী এ্যাংলিকান ও কাথলিক মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য পোপ বেনেডিক্টের নিরলস প্রচেষ্টা আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা পোপ বেনেডিক্টের মৃতুতে দুঃখ প্রকাশ করে পোপ ফ্রান্সিস ও খ্রিস্ট অনুসরণকারীদের সমবেদনা জানিয়ে বলেন, বিশ্ব শান্তিতে পোপ বেনেডিক্ট বিশেষ অবদান রেখেছেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের সুনামি এবং ফুকুশিমা পারমানবিক বিপর্যয়ের পর প্রয়াত পোপ বেনেডিক্টের পাঠানো একটি বার্তা জাপানকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করেছিল।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক বার্তায় বলেন, পোপ বেনেডিক্ট অহিংস নীতি ও সর্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হালিমাহ্ ইয়াকুব ও প্রধানমন্ত্রী লী হেসিয়েন লুং পোপ বেনেডিক্টের চিরবিদায়ে গভীর শোক প্রকাশ করে পোপ ফ্রান্সিস ও কার্ডিনাল প্যারোলিনের কাছে একটি সমবেদনা বার্তা পাঠান। যেখানে উল্লেখ করেন, পোপ বেনেডিক্ট কাথলিক বিশ্বাসে, শান্তি ও উন্নয়নের জন্য নিংস্বার্থ অবদান রাখায় সব সময় স্মরিত হবেন। তিনি তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে অগণিত মানুষকে স্পর্শ করেছেন এবং আধুনিক বিশ্বে জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহস ও আশাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পোপ বেনেডিক্টের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সিঙ্গাপুরের মতো বহুধর্মীয় এবং বহু জাতিগত সমাজের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও তা অব্যাহত থাকবে।

বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব দালাই লামা পোপ বেনেডিক্টের মৃত্যুতে শোক বার্তায় লেখেন, আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রাতার জন্য প্রার্থনা করি এবং কাথলিক মণ্ডলীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। যখনই পোপ বেনেডিক্টের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছে তখনই দেখেছি তিনি মানবীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও পরিবেশগত সম্প্রীতি নিয়ে কত ব্যাকুল। তাঁর পোপীয় শাসনামলে তিনি এসকল মূল্যবোধগুলো বৃদ্ধি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। পোপ বেনেডিক্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত জীবন-যাপন করেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের মহাপ্রয়াণে এমনিভাবেই বিশ্বনেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং ভক্তি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিবেদনকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। তিনি মরে গিয়েও অমর হয়ে থাকবেন তাঁর কর্মে ও জীবনাদর্শে॥

ঢাকাতে পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর মৃত্যু স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগের প্রতিবেদন

পিটার ডেভিড পালমা

ঢাকার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্টের মৃত্যু স্মরণে খ্রিস্টযাগের একাংশ

সাধু পিতরের ২৬৫তম উত্তরসূরী পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গধামে স্থান নেন। আধ্যাত্মিক, ধ্যানী ও সাধক পোপকে হারিয়ে বিশ্ব মণ্ডলী বেদনায় বিধুর। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর মৃতদেহ সাধু পোপ ২য় জন পলের কবরে সমাহিত করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে ষোড়শ বেনেডিক্টের মৃত্যু স্মরণে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ করা হয়অ সেই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লী তেজগাঁও পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর আত্মার কল্যাণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় ৭ জানুয়ারি, শনিবার বিকাল ৫:৩০ মিনিটে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। সাথে ছিলেন মেট্রোপলিটান দুই আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, বিশপ থিয়োটনিয়াস (অবসর প্রাপ্ত), খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ৩০জন পুরোহিত। শোভাযাত্রা সহযোগে সেবক, পুরোহিত ও বিশপগণ বেদীতে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ উপস্থিত সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে এই বিশেষ খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং বাংলাদেশের ভাটিকানে দূতাবাসের চার্জদ্য এফেয়ার্স মন্সিনিয়র মেরিকো এন্তলোভিক পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর সজ্জিত ছবিতে খ্রিস্টযাগের ফুলেল মালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান ও একটি প্রদীপ প্রজ্বালন করেন।

উপদেশে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি বলেন, পোপ বেনেডিক্ট "ঐশতত্ত্ব" সাধনাকেই তাঁর জীবনের আহ্বান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি মণ্ডলীর পরম্পরাগত ধর্মতত্ত্বের সুদৃঢ় সংরক্ষক ছিলেন। তাঁর ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল স্বচ্ছ, সাবলীল ও গভীর। সকলে একত্রিত হয়ে পোপ মহোদয়ের জন্য প্রার্থনা করার জন্য খ্রিস্টযাগ শেষে ভাটিকানে দূতাবাসের চার্জদ্য এফেয়ার্স মন্সিনিয়র মেরিকো এন্তলোভিক এবং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই বিশেষ খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ মিলে প্রায় ১০০০জন। আধ্যাত্মিকময় এ অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচার করা হয় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেইজবুক পেইজ থেকে।

পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট এর মৃত্যুতে ভক্তসমজ খুবই শোকাহত। খ্রিস্টভক্তগণ পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন,

সিস্টার নিবেদিতা এসএমআরএঃ পুণ্যপিতা পোপ বেনেডিক্ট একজন আধ্যত্মিক, জ্ঞানী, বিনয়ী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মৃত্যুতে খ্রিস্টমণ্ডলী খুবই মর্মাহত ও শোকার্ত। পরম পিতার সান্নিধ্যে থেকে তিনি যেন আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করনে।

সিস্টার নিলা কেরকেটা এসসিঃ খ্রিস্টমণ্ডলী আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্মরণ করছে প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনিডিক্টের কথা যিনি ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত ধামে যাত্রা করেছেন। পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তার মতো একজন আদর্শ, গুণি, আধ্যাত্মিক ও ঐশতত্ত্ববিদ পোপকে মণ্ডলীতে দান প্রেরণ/দান করার জন্য। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ছিলেন ঐশপ্রেমী, খ্রিস্টের নীরব সেবাকর্মী, নীরবে নম্রতার সাথে কাজ করে গেছেন। ঈশ্বর প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকে তাঁর রাজ্যে অনন্ত শান্তি দান করুন।

নোয়েল গনছালবেছঃ আজকের খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে আমরা পুণ্যপিতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি। একজন ধর্মগুরু হিসেবে তিনি যে ভালবাসা স্থাপনের দৃষ্টান্ত, শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন তা যেন আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি এবং তাকে অনুসরণ করে সমাজে মানুষের সেবা করতে পারি। স্বর্গে থেকে তিনি যেন আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

ক্যাথরিন গমেজঃ আমাদের ধর্মগুরু ষোড়শ বেনেডিক্ট জগতের মায়া ত্যাগ করে পিতার নিকট গমন করেছেন। আমরা তার আত্মার চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি এবং করবো। বিশ্বাস করি তিনি স্বর্গে রয়েছেন। স্বর্গ থেকে তিনি যেন জগতের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর সরলতা, নম্রতায় আমরা যেন খ্রিস্টীয় জীবন-যাপনের অনুপ্রেরণা লাভ করি এবং তিনি জীবিতকালে আমাদের জন্য যে আধ্যাত্মিকতার আলোবিকীরণ করে গেছেন তার আলোয় আমরা প্রত্যেকে যেন উদ্ভাসিত হতে পারি, খ্রিস্টকে আরো একটু আপন করে পেতে পারি। তিনি যেন স্বর্গধাম থেকে আমাদের আশীর্বাদ বর্ষণ করেন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন॥

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি : "সত্যের সাধক"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

(৭ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের মৃত্যু স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত উপদেশ)

সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসা

অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিন, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, ৯৫ বছর বয়সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখে উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল: "যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি"। তাঁর শেষ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথার মধ্যে আমরা সেই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যখন তিনি পোপ পদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়ে, যিশুর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: "যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি"। পোপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে প্রকাশিত তার প্রথম বিশ্বজনীন পত্রটি (২০০৫) যার শিরোনাম ছিল: "দেউস কারিতাস এস্ত", অর্থাৎ "ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ" এবং যার বিষয়বস্তু ছিল "খ্রিস্টীয় ভালবাসা"– সেই পত্রের প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর পোপের দায়িত্ব শুরু করেছিলেন "খ্রিস্টীয় ভালবাসা" বিষয়ক তাঁর প্রথম বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ ক'রে। এই বিশ্বজনীনপত্রটি তুলনামূলকভাবে আকারে খুবই ক্ষুদ্র, মাত্র ৭১ পৃষ্ঠা সম্বলিত। কিন্তু এই পত্রটিই ছিল আধুনিক যুগের মানুষের সকল প্রশ্ন ও সমস্যার একমাত্র মৌলিক উত্তর; পত্রটি ছিল পোপ হিসেবে তাঁর শাসনকালের নীল-নক্সা এবং তাঁর আপন জীবনের প্রধান সাধনা।

তিনি বলেছেন ভালবাসা বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করলেও তার পূর্ণতা এক – আগাপে। জগত সৃষ্টির মধ্যে এবং পরিত্রাণ ইতিহাসের মধ্যে একই ভালবাসা অবস্থান করে যা সবকিছুকে এক করে রাখে। মণ্ডলীও সেই একই ভালবাসার সাধনা করে এবং ভালবাসাপূর্ণ সেবা ও দয়ার কাজে মণ্ডলী নিয়োজিত থাকে। তিনি আরও বলেন যে, মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে সমন্বিত মানবোন্নয়ন ভালবাসারই প্রকাশ। সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসা।

যাজক, অধ্যাপক ও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা

জার্মান দেশের বাভারিয়া অঞ্চলে যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার এপ্রিল ১৬, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও স্কুল জীবনে, বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ "মোজার্ট" পরিবেশে তিনি খ্রিস্টীয়, মানবিক ও সাংস্কৃতিক গঠন পেয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন নাৎসী শাসন-ব্যবস্থার নির্যাতন এবং উপলব্ধি করেছেন নিজস্ব জীবনে সেই নির্যাতনের অভিজ্ঞতা।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন, জোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার যাজকপদে অভিষিক্ত হন (৭১ বছর ধরে তিনি যাজক ছিলেন)। যাজক হিসেবে আর্চডায়োসিস কলোনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল যেসেফ ফ্রিংস-এর উপদেষ্টা হিসেবে, তিনি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (১৯৬২-১৯৬৫) সকল অধিবেশনে যোগদান করেন। তাই তাকে বলা হয় "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা"-র একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ।

ফাদার যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার "ঐশতত্ত্ব" সাধনাকেই তাঁর জীবনের আহ্বান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর প্রথম ডক্টোরাল থিসিসের শিরোনাম ছিল: "মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধু আগষ্টিনের ধারণা অনুসারে ঈশ্বর-জনগণ ও ঈশ্বর-গৃহ"। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনীতি শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কেউ মনে করেন সাধু আগষ্টিনের ভাবধারা অনুসারে যেহেতু তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন, সেহেতু ব্যক্তিগত ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং মণ্ডলীর বিশ্বজনীন শিক্ষাদানের কর্তব্য– এ দুয়ের মধ্যে তিনি একটা টানাপোড়েন উপলব্ধি করেছেন। এরই কারণে লাতিন আমেরিকার লিবারেশন থিওলজি ও এশিয়ার সংলাপ-সংক্রান্ত ঐশতত্ত্বের প্রতি সমর্থনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঐশতত্ত্ব সাধন করার আহ্বান:

যখন তিনি ২৮ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মিউনিক ও ফ্রিজিং এর আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন তখন তিনি যে বিশপীয় মটোটি গ্রহণ করেছিলেন তা হল: "সত্য-সাধনে সহযোগী" (*৩য় যোহন: ১:৮*)। তাই তিনি আজীবন ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তি দ্বারা সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন; সত্য সাধনে অপরের সাথে তিনি একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

পোপ বেনেডিক্ট মণ্ডলীর পরম্পরাগত ধর্মতত্ত্বের সুদৃঢ় সংরক্ষক ছিলেন। তাঁর ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল স্বচ্ছ, সাবলীল ও গভীর। এই সবকিছুর স্বীকৃতি মণ্ডলী সর্বদাই দিয়েছে এবং তিনি যে একজন ঐশতাত্ত্বিক সুস্পষ্ট বক্তা ছিলেন তারও স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন।

"কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা"

"কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" রচনা ও সম্পাদনা কমিশনের প্রধান ছিলেন কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার। এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান অর্জন ও অবদান। বাংলায় "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" সম্পাদনা করতে গিয়ে পোপ বেনেডিক্টের অগাধ জ্ঞান ও বিশদ পরিব্যাপ্তি, উপস্থাপনায় প্রাঞ্জলতা ও সুবিন্যাসতা আমাকে অনেক স্পর্শ করেছে। কার্ডিনাল র‍্যাৎসিঙ্গার দ্বারা রচিত ও সম্পাদিত "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" গ্রন্থটি মণ্ডলীর সামগ্রিক শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এবং তার শিক্ষার সত্যতা, গভীরতা ও প্রসারতার কিছু পরিচয় লাভ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুর পরেই সঠিক আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন: "পোপ বেনেডিক্ট ছিলেন একজন মহান ধর্মশিক্ষাগুরু"।

আর্চবিশপ যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক কার্ডিনাল হিসেবে নিযুক্ত হন ২৭ জুন, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। কার্ডিনাল হিসেবে তিনি "ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পুণ্য-মন্ত্রণালয়ে"র প্রধান ছিলেন। আবার পোপ দ্বিতীয় জন পলের সময়ে ভাটিকানের বিভিন্ন পুণ্য-মন্ত্রণালয়ের সাথেও সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলেন। কাথলিক রোমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আরও অনেক দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং তা তিনি দক্ষতার সাথে পালন করেছেন।

কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গারের সকল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, পালকীয় অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনের সাধনা ও দূরদর্শী চিন্তাধারা, মণ্ডলীতে ঐশতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা, ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ১৯ এপ্রিল, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ২৬৫তম পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন এবং তিনি ষোড়শ বেনেডিক্ট নাম গ্রহণ করেন।

ঐশরিক গুণ: বিশ্বাস, ভালবাসা ও প্রত্যাশা

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের রচনাবলি ও আধ্যাত্মিকতায় তিনটি ঐশরিক গুণ, অর্থাৎ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম, ঐশবাণীর আলোকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ভালবাসা নিয়ে তার আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ধর্মবিশ্বাস (*লুমেন ফিদেই*) নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশ্বাসের বর্ষ ঘোষণা করেছিলেন (২০১২)। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস প্রকাশ পায় প্রার্থনা, যাতনাভোগ এবং শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্যদিয়ে। আবার তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বাসই হচ্ছে আশার ভিত্তিমূল। বিশ্বাস মানুষকে আশান্বিত করেন। বিশ্বাস-ভিত্তিক আশা নিয়ে তিনি বিশদ আলোচানা করেছেন তার রচনাবলিতে (যেমন, *এসপে সালভি* শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্র)।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে পোপ বেনেডিক্টের অবদান:

আজ বাংলাদেশ মণ্ডলী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে কয়েকটি ঘটনা যা বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে:

বিশপদের নিয়োগ:

স্থানীয় মণ্ডলীতে পোপ বেনেডিক্ট যে-সকল বিশপদের নিয়োগ দিয়েছেন তারা হলেন:

ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ পলিনুস কস্তার নিয়োগ (৯ জুলাই, ২০০৫); রাজশাহীর বিশপ হিসেবে বিশপ জের্ভাস রোজারিওকে নিয়োগ (১ জানুয়ারি, ২০০৭);

চট্টগ্রামের সহকারী বিশপরূপে বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি-এর নিয়োগ (৭ মে ২০০৯); ঢাকার কোএডজুটর,পরবর্তীতে আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-র নিয়োগ: (২৫/১১/২০১০); চট্টগ্রামের বিশপ হিসেবে বিশপ মজেস কস্তা সিএসসি-কে নিয়োগ (এপ্রিল ৬, ২০১১); সিলেট ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা ও বিশপ বিজয় এন ক্রুজ ওএমআই-র নিয়োগ (৮ জুলাই, ২০১১); দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু-র নিয়োগ (৩০ ডিসেম্বর ২০১১); খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগি-র নিয়োগ (৪ মে, ২০১২)।

আদলিমিনা প্রোগ্রামের সময় পোপ বেনেডিক্টের সঙ্গে বাংলাদেশ বিশপদের সাক্ষাৎ (জুন ২০০৭)

আদলিমিনা ভিজিটের পূর্বে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বাংলাদেশের সকল ডায়োসিসের প্রতিবেদন সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; বিশপদের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি তাদের কথা শুনেন। পরবর্তীতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাংলাদেশের বিশপদের কাছে বললেন: "বাংলাদেশ মণ্ডলী সত্যিই কাথলিক", অর্থাৎ বাংলাদেশ মণ্ডলী দেশের সকল ধর্মের মানুষ, সকল খ্রিস্টান সম্প্রদায়, সকল জাতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রায় সকল ক্ষেত্রে মণ্ডলী উপস্থিত থেকে নানাবিধ সেবাকর্মে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় আছে। তাই তিনি মন্তব্য করেন "বাংলাদেশ মণ্ডলী কাথলিক"।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পোপ বেনেডিক্টের সহায়তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পোপ বেনেডিক্ট সর্বদাই বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ম ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল অঞ্চলে সিডর নামক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয়। রোমে থাকাকালীন অবস্থায়, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে আমি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার নিকট সাক্ষাৎকার দান করি। বিস্মিত হয়েছি যে, পোপ মহোদয় সেই সাক্ষাতকার শুনে তাৎক্ষণিকভাবে ইতালির বিশপ সম্মিলনীর নিকট অনুরোধ করেন যেন চট্টগ্রামের বিশপের সাথে যোগাযোগ করে সিডরে আক্রান্ত লোকদের জন্য যেন কিছু করা হয়। ইতালির বিশপ কনফারেন্সের দেওয়া প্রায় তিন কোটি টাকার অনুদানে বরিশাল বিভাগের দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষভাবে রাখাইন সম্প্রদায়ের মাঝে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ ৭টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করে দেয়।

পোপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ (১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩) ও মৃত্যুবরণ (৩১ ডিসেম্বর, ২০২২)

অন্য কোনো বিষয় না হলেও পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট একটি বিষয়ে মণ্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর তা হল মণ্ডলীর ইতিহাসের বিগত ৬০০ বছর পর প্রথমবার, তিনি স্বেচ্ছায়, ৮৬ বছর বয়সে, স্বাস্থ্যগত কারণে ও ভবিষ্যতে মণ্ডলীর সুপরিচালনার জন্য পোপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তটি ছিল বৈপ্লবিক; তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ ক'রে বিশ্বাস, আনুগত্য ও নম্রতার সাথে উক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন।

অবসর জীবনে তিনি আশ্রমিক জীবন বেছে নিলেন। বিগত ৯টি বছর ধ্যান-প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও লেখালেখির মধ্যদিয়ে দিন কাটিয়েছেন। এক সময় তিনি ধ্যানময় কর্মজীবন যাপন করেছেন, পরবর্তীতে বয়সের পরিপক্কতায় ধ্যানী জীবন বেছে নিলেন। বিস্ময়কর তাঁর অবসর জীবন, বিস্ময়কর ভাবেই তিনি সেই জীবন-যাপন ক'রে অনন্তকালের উদ্দেশে চলে গেলেন– এ কথা বলতে বলতে: "যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

গত ৫ জানুয়ারি, অবসর প্রাপ্ত একজন পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক যিনি ইতিমধ্যেই পোপ। আরেকটি অভিনব ঐতিহাসিক মাইলফলক। যুগ যুগ ধরে এ ঘটনাটিও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজ এই খ্রিস্টযাগে আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া, কেননা তিনি প্রয়াত পোপ বেনেডিক্টকে বিশ্বে ও মণ্ডলীতে সেবা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আরও মিনতি যেন পোপ বেনেডিক্টের সত্য বিষয়ে শিক্ষা ও সাধনা, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাঁর জীবনের পবিত্রতা, আমাদের একসঙ্গে চলার পথে প্রেরণা ও সম্বল হয়ে থাকে। আমেন॥

শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

'দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:' এর অঙ্গ সংগঠন **"দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কুল"** এ শিশু-শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হবে। **মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে** ৭,০০০/- **(সাত হাজার) টাকা ধার্য্য করা হবে।**
আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র, জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ও ২ কপি সদ্য তোলা রঙ্গীন ছবিসহ নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে বলা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

প্রধান নির্বাহী
দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
৬২৬/১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ই-মেইল নম্বর: mstarfwc@yahoo.com

প্রার্থীর যোগ্যতা সমূহ:

১। **ন্যূনতম বি.এ. পাশ হতে হবে।**
২। **ন্যূনতম ২৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ বয়স হতে হবে।**
৩। **বি.এড. কোর্স সমাপ্তকারী এবং বিবাহিতাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।**
৪। **শিক্ষক নিবন্ধনের সার্টিফিকেট(যদি থাকে)।**
৫। **এম.এস.ওয়ার্ড,এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে জানা থাকতে হবে।**
৬। **আধুনিক ও ইতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন হ'তে হবে।**
৭। **বাঙ্গালী সংস্কৃতির মানসিকতাসম্পন্ন এবং গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও অভিনয়ে দক্ষতা, প্রার্থীদের বিশেষ যোগ্যতা ব'লে বিবেচিত হবে।**

বিজ্ঞ/০৫/২৩

নিবেদিত পালক ও সাধক আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার জন্ম ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ভাওয়াল অঞ্চলের রাঙ্গামাটিয়া যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ধর্মপল্লীর ছোট সাতানীপাড়া গ্রামে। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময়, অভাব-অনটনপূর্ণ সময়। তার বাবা যোসেফ গেদা কস্তা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর মা ভির্জিনিয়া রিবেরু ছিলেন গৃহিণী। পরিবারে ছয় ভাই এবং তিন বোনের মধ্যে আর্চবিশপ পৌলিনুসের অবস্থান ছিল চতুর্থ। দীক্ষাস্নানের সময় তার নাম 'পৌলিনুস' রাখা হলেও পরিবারের সকলে 'পলি' বলেই ডাকত। ছেলেবেলা থেকেই সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন ও প্রভুর যাজক হবার স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য পরিবারে ও গঠনগৃহগুলোতে যথার্থ প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মূলধারা ও যাজকীয় জীবনের পড়াশুনা শেষ করে তিনি কাছিল গান্তালফোতে কার্ডিনাল আগাজিনিয়ান কর্তৃক ১৫ আগস্ট ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পরিসেবক অভিষেক লাভ করেন। এই পবিত্র দিনটিতে তিনি তৎকালীন পোপ ষষ্ঠ পৌলের সাথে দেখা করার ও কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে রোমের 'বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা'র সেক্রেটারি জেনারেল আর্চবিশপ সিগিসমুন্ডি কর্তৃক যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। অবশেষে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

যাজকীয় জীবন ও পালকীয় সেবাকাজ: তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সহকারী পাল-পুরোহিত হিসেবে তাঁর প্রথম পালকীয় কাজ আরম্ভ করেন জলছত্র ধর্মপল্লীতে। এরপর তিনি ছয়মাস মরিয়ম নগর ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল-পুরোহিত ছিলেন। মুগাইপাড় ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত হিসেবে কাজ করেন সাড়ে তিন বছর। ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক বছর তিনি ইংল্যান্ড থেকে খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি একাধারে রমনা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত এবং সাধু যোসেফের সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যথাক্রমে কারিতাস ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পরিচালক এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসে অস্থায়ী পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ বছর বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রোমে অবস্থান করে লাতেরান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশতত্ত্বের উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে। একই সঙ্গে তিনি রমনা ক্যাথিড্রালের পাল-পুরোহিত ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশেরে ভিকার জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। জাতীয় উচ্চ সেমিনারী বনানীর পরিচালক ও ঢাকার ভিকার জেনারেল হিসেবে ফাদার পৌলিনুস বিভিন্ন গঠনগৃহ, কনভেন্ট ও গির্জা নির্মানেও তার দক্ষতা প্রকাশ করেন। এছাড়ও ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় জন পলের বাংলাদেশ সফর সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে বিশপীয় সেবাকাজ ও অবদান: আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দ্বিতীয় বিশপ। পোপ (সাধু) ২য় জন পল কর্তৃক তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে মনোনীত হন ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে এবং বিশপীয় অভিষেক লাভ করেন ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, ডিঙ্গাডুবা মুক্তিদাতা স্কুল প্রাঙ্গণে। রাজশাহীর বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রধান অভিষেককারী ছিলেন বাংলাদেশে তৎকালীন পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ আদ্রিয়ানো বেনাদিনী। বিশপীয় অভিষেকের সময় তাঁর আদর্শবাণী ছিল, "প্রভুই আমার শক্তি"। তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের উন্নতির জন্য সুদূরপ্রসারী অবদান রেখেছিলেন। ধর্মপ্রদেশের মানুষের আধ্যত্মিক জীবন, লেখাপড়া ও আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। রাজশাহীর বিশপ থাকাকালীন তিনি অবকাঠামোগত যে কাজগুলো করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৩ নভেম্বর তিনি মহিপাড়া সাধু আন্তনীর গির্জা উদ্বোধন করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন মহিপাড়ায় "এই পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী" এই শিরোনামে প্রথম সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব পালিত হয়। এই তীর্থোৎসবে মহা খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ পৌলিনুস কস্তা নিজেই। তবে মহিপাড়া সাধু আন্তনীর উপকেন্দ্র, পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কাজে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ, জীবন সহভাগিতা, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন ও খ্রিস্টের বাণী প্রচার কাজকে আরো বেশি জোরদার ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল বিশপ পৌলিনুস কস্তা উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিনটি ভিকারিয়া বা ধর্মাঞ্চলে ভাগ করেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৯ ডিসেম্বর বিশপ পৌলিনুস কস্তা বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীর লক্ষ্মীকোল উপকেন্দ্রে নবনির্মিত গির্জাঘরটি আশীর্বাদ করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই তিনি শান্তিরাণী সিস্টার কনভেন্ট এবং ১১ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের "গারো মান্দি কেন্দ্র" উদ্বোধন করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তিনি সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর মেয়েদের দোতলা হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি রহনপুর ধর্মপল্লীর চন্দনকোঠা গ্রামে নব নির্মিত গির্জাঘর আশীর্বাদ করেন। মুন্ডুমালা ধর্মপল্লীর সিস্টারদের কনভেন্ট আশীর্বাদ করেন ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল। ২০০১ খ্রিস্টব্দের ২৩ জুন তিনি সিরাজগঞ্জের নতুন কবরস্থান আশীর্বাদ করেন এবং ৮ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেন বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে সিস্টারদের কনভেন্ট। ডিঙ্গাডুবার বাগানপাড়ায় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের নবনির্মিত উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ও প্রথম পালকীয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেন ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর। একই দিনে তিনি মহিষবাথানে অবস্থিত মাদার তেরেজা সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত রোগীদের দ্বিতল ভবন আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুকুরে ছেলেদের হোস্টেল নির্মাণ এবেং ২০০৫ খ্রিস্টব্দের ৪ জানুয়ারি রহনপুরে ছেলে ও মেয়েদের দুইটি পৃথক হোস্টেল উদ্বোধন করেন। বনপাড়া ধর্মপল্লীতে পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারীর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি তা উদ্বোধন করেন বিশপ পৌলিনুস কস্তা। সুরশুনিপাড়ায় নবনির্মিত প্রভু নিবেদন গির্জা উদ্বোধন করেন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে নতুন যাজক ভবন আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন ২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। একই ভাবে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীর লক্ষীকোল উপকেন্দ্রে নির্মিত যাজক ভবনটি আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন। অতপর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট বিশপ পৌলিনুস কস্তাকে রাজশাহীতে সাড়ে নয় বছর পালকীয় সেবাকাজ করার জন্য ধর্মপ্রদেশের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানোনো

হয়। তাঁর এই সময়টিতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে মোট ১৫ জন ডিকন যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে আর্চবিশপীয় সেবাকাজঃ বিশপ পৌলিনুস কস্তা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট কর্তৃক ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর স্থলে আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত হন। এর দুইমাস পর তিনি ৬ সেপ্টেম্বর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ থেকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে আগমন করেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে রমনা ক্যাথিড্রালে ৬৯ বছর বয়সে তিনি আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠান করেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি মাত্র ছয়টি বছর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। এই সময় তিনি বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ও যোগাযোগ কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। তাঁর অন্যতম দুইটি বৃহৎ অবদান হল সিলেটের শায়েস্তাগঞ্জ ও কমলগঞ্জে বেশ বড় আয়তনের দুই খণ্ড জমি ক্রয় করা। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলিকে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের উদ্যোগ তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সেবাকাজকে গতিশীলতা ও প্রসারতা বৃদ্ধিকল্পে তিনি ধর্মপ্রদেশের সমগ্র কার্যক্রমকে ১৫ টি কমিশনে বিভক্ত করে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। তিনি তুমিলিয়াতে এসএমআরএ সিস্টার সংঘের সেন্ট মেরীস ছাত্রী হোস্টেলের দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেণ। শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীতে এসএমআরএ সিস্টারদের সুবিধার্থে হেলথ্ ক্লিনিক ও ভাদুনের গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি বান্দুরাতে ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী ও কুমিল্লাতে গির্জা মেরামতের কাজ সম্পন্ন করেন। সেই সাথে তিনি তাঁর পূর্বসুরী আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অসমাপ্ত কাজগুলো: নাগরীতে সুবৃহৎ গির্জা, তুমিলিয়াতে বৃহৎ গির্জা ও যাজকদের জন্য দ্বিতল বাসভবন, মঠবাড়ীতে ছাত্রী হোস্টেল, তেজগাঁও-এ এসএমআরএ সিস্টার সম্প্রদায়ের জেনারেল ভবন প্রভৃতি স্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন।

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার ব্যক্তিত্বঃ আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা আজীবন একজন ধার্মিক, প্রার্থনাশীল, মিশুক ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। সাধরণত বাইরে থেকে মনে হতো তিনি প্রচুর প্রশাসনিক ও রাগী কিন্তু তাঁর হৃদয়ে সর্বদা ছিল ভালবাসা, উৎসাহ ও প্রেরণা। সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে তিনি যেকোন ব্যবস্থা নিতে পারতেন। তিনি সত্য বলতে ও গ্রহণ করতে সর্বদাই উন্মুক্ত ছিলেন। একজন যাজক ও বিশপ হিসেবে তিনি নিজে ছিলেন বাহ্য আড়ম্বরহীন, জীবনযাত্রায়, পোশাকে, চিন্তায়, ব্যবহারে সরল, সাধারণ ও দেশীয়। বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক থাকাকালীন সময়ে তিনি নিয়ম কানুনের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ও বিচক্ষণতা ছিল সর্বজনপ্রিয়। সেমিনারীর পরিচালক হিসেবে তাঁর পিতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সহজেই সেমিনারীয়ানদেরকে বিমোহিত করত। বিশপ ও আর্চবিশপ হিসেবে বাণী প্রচার ও পালকীয় কাজে তাঁর প্রচুর আগ্রহ, সদিচ্ছা ও তৎপরতা ছিল। তাই কষ্ট হলেও তিনি নিজে সময়ে অসময়ে দূর-দূরান্তের গ্রামে ও মিশনে ছুটে যেতেন তাঁর যাজক ও ভক্তদের দেখতে ও পালকীয় সেবাকাজ করতে।

অবসর জীবন ও পরলোকগমনঃ আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ২২ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁর অবসর দিনগুলো যাপনের জন্য বেছে নেন তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর ধর্মপল্লীকে। এই মহান মানুষটি পৃথিবীর সকল মায়া ত্যাগ ক'রে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি, শনিবার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ঢাকার বারডেম হাসপাতালে বিকাল ৩ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিকালে তাঁর মরদেহ তেঁজগাও গির্জায় আনা হয়। পরদিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি তাঁর মরদেহ নেওয়া হয় নিজের ধর্মপল্লী রাঙ্গামাটিয়ায়। সেদিন বিকেলই আবার তাঁর মরদেহ তেঁজগাও গির্জায় আনা হয়। সমাহিত করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর মরদেহ বারডেম হাসপাতালের হিমাগারে সংরক্ষিত ছিল। তাঁকে সমাহিত করা হয় ৭ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, রমনা ক্যাথিড্রাল গির্জায় আর্চবিশপদের জন্য নির্ধারিত সমাধিক্ষেত্রে। আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার দীর্ঘ ৭৯ বছর বয়সের মধ্যে ৫২ বছর যাজকীয় জীবনে এবং এর মধ্যে ১৯ বছরের বিশপীয় জীবনটা ছিল বর্ণাঢ্য ও সাফল্যমণ্ডিত। আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার' পেয়েছিলেন। তিনি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে 'হিউম্যান রাইটস লিগ্যাল এইড সোসাইটি'র মানবাধিকার পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর যাপিত জীবনে ধর্মপল্লীর একজন সাধারণ যাজক, ধর্মপ্রদেশের একজন বিশপ এবং মহাধর্মপ্রদেশের একজন আর্চবিশপ হিসেবে তিনি আমৃত্য ছিলেন ভালবাসার মানুষ। তিনি তাঁর নিবেদিত জীবনে ছিলেন একজন আদর্শ, স্মরণীয় ও বরণীয় পালক ও সাধক॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

১. ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং

ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ,

অধ্যাপক, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা।

WANTED ACCOUNTANTS

Omni Companies is seeking the services of ACCOUNTANTS. Minimum 3 years accounting experience. No age bar. Retired accounts persons eligible.

Apply to (accountsrev@enemexpress.com)

or drop same to

Genetic Plaza, Level 3, House 16, Road 16 (27 old), Dhanmondi R/A, Dhaka-1205.

বিজ্ঞ/০৭/২৩

খ্রিস্টের বাণীদূত

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমারএ

স্বর্গদূত রাখালদের বললেন, "ভয় পেয়ো না"! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন–তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু *(লুক ২:১০-১১)*।" যিশুর এই জন্ম সংবাদটি সর্বপ্রথম পেয়েছিল একদল রাখালদের কাছ থেকে। আহা! কতই না ভাগ্যবান তারা! স্বর্গদূতের কথায় তারা বিশ্বাস করেছিল। আর তাইতো কাল বিলম্ব না করে সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা বেৎলেহেমের গোয়াল ঘরে চলে গেল সেই ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতাকে দেখতে। স্বর্গদূতের কথা মত তারা গিয়ে দেখতে পেল সত্যিই কাপড়ে জড়ানো, জাবপাত্রে শোয়ানো এক শিশুকে। তখন এই শিশু সম্বন্ধে তাদের যা বলা হয়েছে, তারা তা সবাইকে জানাতে লাগলো। কেননা এই আনন্দ যে জাতির সমস্ত মানুষের জন্যই। আর এই রাখালদের কথা যারা শুনল, তারা সকলে অবাক হয়ে গেল। যিশুখ্রিস্টের জন্মবারতা অন্য সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই এই রাখালেরা হয়ে উঠলো খ্রিস্টের এক একজন বাণীদূত! তবে তারাই যে প্রথম তা তো নয়। আমি মনে করি তিনিই প্রথম বাণীদূত যিনি স্বর্গদূতের কথায় বিশ্বাসী হয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, ঐশবাণী হৃদয়ে ধারণ করেছেন এবং তা বয়ে নিয়ে গেছেন জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের কাছে। এলিজাবেথ তখন উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন : "আহা, সকল নারীর মধ্যে ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার গর্ভফল!"

এই পার্থিব জগতে এমনিভাবেই পরম পিতা তাঁর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মনোনীত করেন আমাকে/আপনাকে! কিন্তু যখনই সেই ঐশ আহ্বান আমাদের কাছে আসে আমরা কি তাতে সাড়াদানে মারীয়ার মত, রাখালদের মত তৎপর হই? তাতে কি সম্মতি জ্ঞাপন করি? প্রশ্ন করি নিজেকে– মহাদূত গাব্রিয়েল এখনো আপনার ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন! এই তো সময় প্রায় হয়ে এলো যে তিনি ফিরে যাবেন তাঁরই কাছে যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন এই আমার ও আপনার কাছে এক মহা আনন্দের সংবাদ দিয়ে। তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষমান- আমার সাড়াদান কি- হ্যাঁ/না তা জানার জন্য! অন্তর গভীরে প্রবেশ করি; দেখি স্বর্গীয় পিতা কোন বিশেষ কাজটি করার জন্য আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তাতে আমার আন্তরিক সম্মতি আছে কি? বলতে পারি কি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! অথবা বলতে পারি কি আপনি যা বলেছেন আমার তাই হোক!

এই বহু ব্যস্ততাময় জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার করে তাতে আত্মসমর্পণ করা এত সহজ নয়। কেননা তিনি যে এখন আর আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলছেন না। তিনি তাঁর পরিকল্পনা আমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন অন্য কোন ব্যক্তি বা ঘটনার মাধ্যমে। তা কি আমি বুঝে উঠতে পারছি? তাই সর্বদা সচেতন থাকি কে আমার কাছে কি সহায়তা যাচ্না করছেন। তাতে মনোযোগী হই। আর তাই হল আমার আপনার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা! যখন তাতে সাড়াদানের ফলে ব্যক্তির মুখে হাসি ফুটাতে পারি তখনই স্বর্গীয় পিতা আমার/ আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হন। আর তখনই তিনি আমাদের মধ্যদিয়ে আরও মহৎ কোন কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করেন এবং সেই সংবাদ দিয়ে তিনি তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দেন এই আমাদেরই কাছে। সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণ আমরা কি ঐশ্ব পরিকল্পনা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে শিশু যিশুকে আমাদের হৃদয় গোশালায় জন্মদানের সুযোগ দান করতে পারি না? আবার ঈশ্বরের যে মহাদান, তাঁর যে ভালবাসা আমরা প্রতিনিয়ত লাভ করছি তা অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতার মাধ্যমে আমরা কি তার বাণীদূত হয়ে উঠতে পারি না? হ্যাঁ, আমরা চাইলেই এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে অনেক ভাল কিছুই করতে পারি। যার মাধ্যমে ভাই মানুষেরও উপকার হয় এবং ঈশ্বরও খুশী হন। আসুন তাহলে আমরা সচেতনভাবেই অপেক্ষায় থাকি যে স্বর্গদূত কখন কিভাবে আমার জীবনে আসছেন এবং তিনি আমার কাছে কি ব্যক্ত করছেন! আর তাতে আমরা যেন উদার ভাবেই সাড়াদান করি।

দু'হাজার বাইশ বছর পূর্বে সেই ছোট্ট মেয়ে মারীয়া- দূতের কথায় বিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই হ্যাঁ বলার মাধ্যমেই বাণী দেহধারণ করলেন এবং মানব জাতির মুক্তি পরিকল্পনায় ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আবার এই হ্যাঁ বলার মাধ্যমেই মা মারীয়া তার পুত্রের মুক্তি কল্পে পূর্ণ সহযোগী হয়ে উঠলেন। তিনি যিশুর মা এবং একইভাবে তিনি আমাদের সবারই মা। মায়ের বিকল্প তো আর কিছুই নেই- সেই মাসীই বল বা পিসিই বল। তারা আমাদের সহায়ক মাত্র। কিন্তু মা-তো মা-ই। মায়ের তুলনা কিছুতেই হয় না। তিনি কিন্তু আপনার আমারই মত করে একটি পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছেন। একজন অতি সাধারণ মেয়ে তিনি। তবুও ঈশ্বরের ইচ্ছা তিনি আবিষ্কার করে তাতে পরিপূর্ণভাবে সাড়া দান করেছেন। তাহলে আমি আর আপনি! আসুন আমরাও আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার করি! যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা আমরা তার ডাকে সাড়াদান করি, তাঁর কাজে ব্রতী হই কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ না রেখে। দেখ, স্বর্গদূত এখনো যে আমার ও আপনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন! এই পৃথিবীতে যে সুনির্ধারিত কোন কাজ তিনি আমাকে বা আপনাকে দিয়ে করাতে চান আমরা তাতে হ্যাঁ বলি। মারীয়ার মত করে হ্যাঁ বলার মাধ্যমেই পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে এই আমাদেরই মাধ্যমে সংঘটিত করবেন আরও অনেক মহৎ কর্ম।

এ যুগের সাধ্বী কলকাতার মাদার তেরেজা! তিনি তাঁর ব্রতীয় জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার করে আজ হয়ে উঠেছেন সকল অসহায়, দরিদ্র, অসুস্থ, অবহেলিত, রুগ্ন-পীড়িত সকলেরই মা। ঈশ্বর তাঁর জনগণকে সুরক্ষার জন্যই এই মাদার তেরেজাকে মনোনীত করেছেন এবং তিনিও ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। আর তিনি তাঁর ভালবাসার চাদরে যারা নানা ভাবে কষ্টে আছেন তাদেরকে আগলে রেখেছেন। বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, তাদেরকে লালন-পালন করেছেন এবং আধ্যাত্মিক যত্নও নিয়েছেন। লরেটো সম্প্রদায় ছেড়ে শেষে তিনি এই দরিদ্রদের সেবা করেই হয়ে উঠেছেন একজন সুখী মানুষ, সুখী ব্রতধারিণী এবং শেষে তিনি হলেন কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা। আমরাও কি ভাল কাজ করে সাধু বা সাধ্বী হতে পারি না! অবশ্যই পারি, এর জন্য আমরা সবাই আহুত। তবে এর জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় ইচ্ছা, অধ্যবসাই ও পরিশ্রম। সাধু-সাধ্বী হয়ে স্বর্গসুখ লাভ করতে আসুন আমরা সচেষ্ট হই।

তবে মনে রাখি যে সুখ লাভ করার বা সুখী মানুষ হওয়ার পূর্বশর্ত ও আত্মিক উন্নয়নের ফলপ্রসূ পদ্ধতি হচ্ছে সত্য ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে তুলা। মাদার তেরেজা তাই করেছেন। তিনি অনেক ভোরে উঠে প্রার্থনা করতেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব

গড়ে তুলতেন এবং এভাবেই তিনি সকল সমস্যার সমাধান পেয়েছেন এবং এগিয়ে গিয়েছেন ভাই মানুষকে সুখী করতে। তিনি দরিদ্রদের জন্য কাজ করতে গিয়ে সব সময় যে ভাল ব্যবহার পেয়েছেন তা নয়– অনেক সময় তিনি মানুষের কাছ থেকে অনেক খারাপ ব্যবহারও পেয়েছেন। তবে কে কি করলো/বললো তা বড় কথা নয়। কথা হল আমি কি করছি/কেমন করে উত্তর দিচ্ছি তাই হলো আসল কথা। আমি যেন সবার সাথে ভাল ব্যবহার করি। ভাল ব্যবহার সফলতা অর্জনের ও সুখী মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ অমরা বলতে পারি যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সফলতা সরাসরি তাদের কর্মচারিদের উত্তম আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আমরা যারা জীবনে সুখী ও সফলকাম হতে চাই, উত্তম আচরণ হতে হবে আমাদের মূলধন। একবার মাদার তেরেজা দরিদ্রদের জন্য কোন দোকানে গিয়ে সাহায্য চাইলে তাঁর হাতে থু-থু দেয়া হয়েছিল। মাদার বলেছেন - ঠিক আছে ভাই, এটা আমার জন্য নিলাম। তিনি পুনরায় হাত বাড়য়ে দিয়ে বললেন, এবার দরিদ্রদের জন্য কিছু দিন। মাদারের সুন্দর ব্যবহারে লজ্জা পেয়ে দোকানদার তখন মাদারকে কিছু সাহায্য করেছিলেন। আর এভাবেই তিনি দরিদ্রদের সেবা করে হয়ে উঠেছেন সুখী ও সুন্দর মনের মানুষ, খ্রিস্টের বাণীদূত এবং স্বর্গে একজন সাধ্বী। আমরাও যেন তাই হতে পারি। স্বর্গীয় শিশু যিশু এবারের বড়দিনে আমাদের প্রত্যেককেই সে বিশেষ অনুগ্রহ দানে ভূষিত করুন।

খ্রিস্টের বাণীদূত হতে প্রয়োজন মানুষের সাথে সদা সহাস্য সাক্ষাৎকার। এর মাধ্যমেই আমরা অন্যের জীবনে সুখের ফুল ফোটাতে পারবো যেভাবে বসন্তকালে গোলাপ ফোটে এবং এটা আমাদের জীবনে অনেক বন্ধু নিয়ে আসবে যারা আমাদের অনন্তকালীন জীবনের জন্য বয়ে আনবে শান্তি ও কল্যাণ।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে: "এ পৃথিবীতে যে যেভাবে চলতে চায় পৃথিবীও তার সঙ্গে তদ্রুপ ব্যবহার করে থাকে। এভাবে আমি যদি পৃথিবীর প্রতি হাসি, পৃথিবীও আমার সঙ্গে হাসতে থাকবে। আর আমি যদি বিষন্ন দৃষ্টিতে দেখি তা হলে পৃথিবীও আমার কাছে বিসন্ন মনে হবে। আমি যদি পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকি, এটা আমাকে চিন্তশীলদের মধ্যে পরিগণিত করবে। আর আমি যদি দয়ালু এবং সত্যবাদী হই, আমি আমার চতুর্দিকে এমন সব লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পাবো যারা আমাকে ভালোবাসবে এবং তাদের অন্তরের সব ভালোবাসা ও সম্মানকে আমার জন্য উজার করে দেবে।"

সবশেষে আমাদের সবারই আত্মপ্রচেষ্টা/সাধনা হয়ে উঠুক শিশু যিশুখ্রিস্টের একজন সর্বোত্তম বাণী দূত হয়ে ওঠা। তবে আমি বা আপনি চাইলেই তা হয়ে উঠতে পারবো না। এর জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ। তাই আমরা গভীরভাবে বিশ্বাসী হই যিশুর কথায়, তিনি বলেন- "তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজাটি খুলে দেওয়াই হবে *(মথি ৭:৭-৮)*।" এই ভরসা নিয়ে আমরা স্বর্গীয় শিশু যিশু, মারীয় ও সাধু যোসেফের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করি ও ভরসা রাখি যেন আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পরিবারিক জীবনে ও আমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যিশুখ্রিস্টের এক একজন বাণীদূত হয়ে উঠতে পারি আমাদের কথায়, কাজে, চিন্তায় ও ভালবাসায়। আমরা ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে যিশুর জন্ম বারতা, তাঁর দয়া ও ভালবাসার কথা সবার কাছে ছড়িয়ে দেই॥

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

(স্থাপিত ঃ ২৫-১০-৯২, রেজিঃ নং-৭৯৪/২০০৭)

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (২য় তলা) ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।

সূত্র নং : ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২৩/ ২৩ তারিখ: ০২/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭ জানুয়ারি'২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে ইয়ানতুন চাইনিজ এন্ড থাই রেষ্টুরেন্ট, ৫০ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার স্থান	**:**	**ইয়ানতুন চাইনিজ এন্ড থাই রেষ্টুরেন্ট ৫০, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।**
সভার তারিখ	**:**	**২৭ জানুয়ারি' ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ**
সভার সময়	**:**	**সকাল ১০:৩০ মিনিট**

ধন্যবাদান্তে-

জুয়েল প্রনয় রিবেরু
সম্পাদক
"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"

বিজ্ঞ/০৭/২৩

'অন্তর চশ্‌মা'

প্রভা লুসী রোজারিও

দিনের শুরুটায় যদি করা যায় ধ্যানমূলক প্রার্থনা,
মজবুত হবে প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনাগুলোর গবেষণা।
শাখা-প্রশাখা যেন একবৃন্তে গাঁথা যমজ দুই ভাই,
পাতা ও মূল-এর প্রশংসার জুড়ি তো কোন অংশে কম নেই।
একমাত্র যুগের পরিবর্তন মানুষকে গভীরভাবে ভাবায়,
উত্তাল পাতাল শক্তি যেন এসে হাজির হয় মানুষের অন্তর দরজায়।
যুক্তি দিয়ে কথা বলা যেমন সবচেয়ে শক্তিশালী,
শুরু করা দরকার চর্চা আহরণে সব রূপালী ও সোনালী।
আমিত্ব আমিত্ব নকশা ভয়াবহ বড়,
একাধিকের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব তাই অনুসরণ কর।
সাতটি অভ্যাস চর্চা করলে প্রতিদিন,
হৃদয় পাল্টে যাবে অবশ্যই জেনে নিন।
যে কোন কাজের প্রতিফল নিব খুশি মনে,
জীবনের পরিবর্তন দেখব তখন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ব্যক্তির উন্নয়নে সমালোচনা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ,
যদি থাকে সাথে গ্রহণের মানসিকতা সম্পূর্ণ।
উদার মানসিকতার জন্য যাওয়া দরকার খোলা আকাশের নীচে,
সম্ভব তাই সকলের অন্তরের চশমাখানি পাল্টিয়ে নিলে।
মানব জাতির নর ও নারী দুই ভাই-বোনের একটিই আশা,
সহানুভূতি শব্দটি অনুসরণে প্রতিনিয়ত জাগাবে অন্তরের ভাষা।

মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত, কোডঃ ৫০০১২৩

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্স এর ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের (১৯তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ডের মাধ্যমে অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিস সমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে **১৯ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

-:কারিতাস অঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা:-

আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পুর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১)৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮১৫-০০৫২২৮	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭১৩-৩৮৪০৫৫
আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা ষ্ট্র্যান্ড রোড খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫ ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৭১৮-২৭১৭৩২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭৯১-৬৯৪৬০১	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা:০১৯৮০-০০৮৪২৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.৫০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য)।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙ্গিন ছবি।
৪. এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশের প্রশংসাপত্র, নম্বরপত্র, অথবা অন-লাইন কপি ও প্রবেশপত্র এর সত্যায়িত ফটোকপি।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থী (বাইরে অবস্থান করে) হিসেবে উপরোক্ত যেকোন টেকনোলজিতে মট্স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)
মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৫৫২৩৮১২৯৬, ০১৭২১২৭৫৭১৭, ০১৭১৯৮৫১৬২৪
E-mail: admission@mawts.org, mte@mawts.org, Website : www.mawts.org

মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

বিজ্ঞ/০৬/২৩

হৃদয়ে গাঁথা

মাস্টার সুবল

আমার স্নেহের ভাই ও বোনেরা, আজ এই নববর্ষে তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পরম দয়াময় সৃষ্টিকর্তা প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সবাইকে করোনা ভাইরাসসহ সমস্ত অসুস্থতা হতে মুক্ত রাখেন। আজ এ বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের কাছে আমি একটি সত্য ঘটনার কথা প্রকাশ করছি যা শুনে তোমাদের মঙ্গলই হবে। আমার মৃত্যুর পর ইহকালের পৃথিবীর আমার কর্মের ভাল ও মন্দ সমস্ত কিছু, ইহকালের পৃথিবীতে স্মৃতি হয়ে থাকুক তোমাদের কোমল হৃদয়ে।

কিছুদিন আগে এক বিকালে, আমি গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম বাজারে। তখন একই রাস্তা দিয়ে বিপরীত দিক থেকে একজন অল্প বয়স্ক ভদ্র মহিলা একটি ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে হেটে আসছিল আমার দিকে। আমার কাছাকাছি আসার পর মহিলা রাস্তার নীচে নেমে আমাকে যেতে যায়গা করে দিল। এ দেখে আমি মহিলাটিকে বললাম, আহা, তুমি কেন শিশুটিকে নিয়ে রাস্তার নীচে নেমে আমাকে যায়গা করে দিলে। আমিইতো রাস্তার নীচে নেমে তোমাকে জায়গা দিতে চেয়েছিলাম। মহিলাটি আমাকে বললো, দাদু, আপনি একি বলছেন। এ বৃদ্ধ বয়সে আপনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেতেও পারেন। আমি বললাম, এ বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর আগে আমি পড়ে গিয়ে মরে গেলেও বেশি ক্ষতি হবে না, কিন্তু তুমি নীচে নামার ফলে পড়ে গেলে যদি তোমার কোলের শিশুটি সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় তাহলে কে কষ্ট পাবে বলো? মহিলা আমাকে বলল, দাদু, আমার এ বয়স পর্যন্ত আপনার মত এতো ভাল লোক আর কোনদিন দেখিনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এবং তোমার কোলের শিশুটির নাম কি? উত্তরে মহিলাটি বলল, আমার নাম আয়েশা, আর কোলের শিশু আমার ছেলের নাম ওয়াশিম। আমি বললাম, খুব ভাল নাম। বললাম, তুমি আমাকে দাদু বলে ডেকেছ, তাহলে তোমার কোলের শিশুটি আমার নাতীনের ঘরের পুতি, তাই না? আমার এ কথা শুনে মহিলাটি ভীষণভাবে হেসে দিল। আমি শিশুটিকে কোলে নিয়ে তার কপালে চুমু দিয়ে আদর করার পর তাকে ১০০ টাকা উপহার দিয়ে বিদায় দিলাম।

আমার আদরের ছোট ভাই ও বোনেরা, আমার এ বৃদ্ধ বয়সে যুবক ও যুবতীদের কাছ থেকে এমন খারাপ আচরণ ও ব্যবহার পাচ্ছি, তা আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাক, হৃদয়ে গাঁথা কথা হিসাবে। রাস্তায় যুবক ও যুবতীদের কাছ থেকে অনেক ধাক্কা খেয়েছি ও খাচ্ছি, আবার অনেক সময় আমাকেই রাস্তার নীচে নেমে যুবক ও যুবতীদের জায়গা দিতে হয়। কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন রাস্তার নীচে নেমে বয়স্ক আর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জায়গা দিতাম, বুঝলে? তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা বয়স্ক আর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের প্রতি এমন কিছু করবে না যাতে তারা কষ্ট পেয়ে তোমাদের তারা খারাপ ভাবে। শুভ নববর্ষ থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সমস্ত কিছুই শুভ হোক। প্রভু পরমেশ্বরের কাছে তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারের সবার মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। লেখায় কোন ভুল থাকলে নতমস্তকে ক্ষমা চাচ্ছি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ, শুভ নববর্ষে॥

শীতের পিঠা-পুলি

উদাস পথিক

পৌষালী আর শীতের পিঠা
খেতে লাগে বড়ই মিঠা,
গরম গরম ভাপা পুলি
এক নিমিষেই শূন্য থালা-খালি।

ঘরে ঘরে গুড়-নারিকেলের পাটিশাপটা
সুঘ্রাণে পিঠা-পুলির জয় যাত্রা,
হরেক রকম পিঠা-পুলির আয়োজনে
জামাই সাদর আর অতিথি আপ্যায়ন প্রতি
ঘরে ঘরে।

বৈচিত্রময় পিঠা আর কারুকার্যের বাহারে
বাঙালির পিঠা-পুলির সুখ্যাতি বিশ্ব দরবারে,
নানন্দিক চিন্তা আর আল্পনার আঁচরে
দেশজ পিঠার চিত্র ছবি খাবার আয়োজনে।

দেশীয় খাদ্য আর পিঠার নিমন্ত্রণে
ফিরে যাবো গ্রাম-বাংলার আপন আপন গৃহে
বারবি কিউ, বার্গার, রোষ্ট আর
ম্যাগডোনালের ভিড়ে
চিরজীবী পিঠা-পুলির সুঘ্রাণ ছড়াক
বিশ্ব-ভূবনে।

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব উদ্‌যাপন

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব উদ্‌যাপনে উপস্থিত ফাদারগণ

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা ▯ ০৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরাতে অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ ও জাকজমক সহকারে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হয়। বান্দুরা সেমিনারীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ৩জন পুরোহিত-ই ভারতীয় উপমহাদেশে বাণী প্রচারক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামধারী। পরিচালক ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা, সহকারী পরিচালক ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও এবং আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ার পিউরিফিকেশন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, সাধু পলের পরে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ৬০ হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেছেন। খ্রিস্টকে প্রচার করতে অনেক প্রতিকূলতা এসেছে কিন্তু তার মধ্যে কখনো ক্লান্তি আসেনি। আমরা যেন তাকে আমাদের জীবনে অনুসরণ করি। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ৭জন ফাদার, ২জন ব্রাদার, ৫জন সিস্টার ও সেমিনারীয়ানগণ॥

খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লীতে চিরকালীন ব্রত গ্রহণ

বিশপ পনেন কুবি-এর সাথে ব্রতগ্রহণকারী সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা আরএনডিএম

ফাদার সোহাগ গাবিল ▯ ডিসেম্বর ২৭-২৯, ২০২২ খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লী জলছত্র'তে সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা আরএনডিএম- এর চিরকালীন ব্রত উচ্চারণ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে ও আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর ২৭, ২০২২ বিকাল ৩:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের মধ্যমণি সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা আরএনডিএম'কে খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লীতে কীর্তন, নাচ, গান ও মান্দি কৃষ্টিতে অভ্যর্থনা জানান খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লীর মণিকা সংঘের মায়েরা। অভ্যর্থনার পরপরই মঙ্গল অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রার্থনা-পূর্ণ পরিবেশে সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা'কে আশীর্বাদ করা হয়।

ময়মনসিংহ কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ সকাল ৯:৩০ মিনিটে চিরকালীন ব্রত উচ্চারণের মহা-খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন; খ্রিস্টযাগে বিশপ মণ্ডলীতে ব্রতীয় জীবনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং একই সাথে ঈশ্বর কিভাবে প্রান্তিক অঞ্চল থেকেও তাঁর সেবক-সেবিকাদের মনোনীত করেন সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। এই খ্রিস্টযাগেই সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা আরএনডিএম পরিবারের প্রিয়জন ও সংঘের অন্যান্য ভগিণীদের উপস্থিতিতে চিরকালীন ব্রত উচ্চারণ করেন। মণ্ডলী ও সংঘের নামে (প্রভিন্সিয়াল) সিস্টার পূরবী পাস্কালিনা চিরান আরএনডিএম, সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা'র ব্রতবাণী গ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা আরএনডিএম'কে ক্ষুদ্র পরিসরে সংর্বধনা দেয়া হয়।

সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারা'র নিজ বাড়িতে (বেরিবাইদ, জলছত্র) ডিসেম্বর ২৯, ২০২২ তারিখে সকাল ১১ টায় ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফিদিলিস নেংমিঞ্জা-পাল-পুরোহিত, রানীখং ধর্মপল্লী। সংঘের প্রভিন্সিয়াল সিস্টার পূরবী পাস্কালিনা চিরান আরএনডিএম ধর্মপল্লীর প্রতি ও সিস্টার ক্রুনো আতিওয়ারার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরই সাথে সকল খ্রিস্টভক্তদেরও শুভেচ্ছা জানান॥

স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

লিলি এ. গমেজ ▯ গত ০১ ডিসেম্বর ২০২২ এপিসকপাল স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ০২ ডিসেম্বর ২০২২ সকল ডায়োসিসের স্বাস্থ্য কমিশনের সদস্যদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন

প্রশিক্ষণে উপস্থিত বিশপ, ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ

বিষয়ক ১দিনের প্রশিক্ষণ সিবিসিবি সেন্টারে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ডায়োসিসের স্বাস্থ্য কমিশনের সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য, প্রকৃতির যত্ন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার তুষার জেমস গমেজ, নির্বাহী পরিষদের সদস্য, ইসি-এইচসি। বাইবেল অনুসারে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত নির্দেশিকা আলোচনা করেন স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি। তিনি বলেন স্বাস্থ্যকর্মীদের সহজ পথের চিন্তা না করে অপেক্ষাকৃত চ্যালেঞ্জিং বা নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে এবং একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে। মানব স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে মাণ্ডলিক শিক্ষা/নির্দেশনা বিষয়ে আলোচনা করেন ড: ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা, কনভেনার, স্বাস্থ্য কমিশন, ঢাকা আর্চডায়োসিস। তিনি সংক্ষেপে জীবনের উৎপত্তি, জীবনের পরিচর্যা ও জীবন সায়াহ্নে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরেন। লাউদাতো সি এবং একশন প্লাটফর্ম-হেলথ্ এন্ড হিলিং বিষয়ে উপস্থাপন করেন লিলি এ. গমেজ, সেক্রেটারী, স্বাস্থ্যসেবা কমিশন এবং ফাদার বাবলু সরকার, ডাইরেক্টর এডমিন, ফাতেমা হাসপাতাল।

মানসিক স্বাস্থ্য ও ঝুঁকির কারণ সম্পর্কে উপস্থাপন করেন ডা: এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, প্রেসিডেন্ট এবিসিডি এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে আলোচনা করেন ড: সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া, পরিচালক, হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট। পরিশেষে বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি'র অর্পিত পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়॥

নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের ৯ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স - ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ

সিস্টার মেরী মিতালী □ বিগত ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশপীয় ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশন, সিবিসিবি এর অধিনে "খ্রিস্ট-মণ্ডলীতে নারী-নেতৃত্বের উন্নয়ন" বিষয়ক দপ্তর ও "কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট" এর যৌথ উদ্যোগে সিডিআই এ সম্পন্ন হয় 'নারী-নেতৃত্বের উন্নয়ন' বিষয়ক ৯ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স। এতে অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে নারী নেতৃবৃন্দ, ভক্তজনগণ, ফাদার, ডিকন ও সিস্টারগণসহ মোট ৪৪ জন (পুরুষ-১৩জন, নারী-১৬জন, সিস্টার-৯জন, ডিকন-২জন, ফাদার-৩জন ও বিশপ-১জন)। পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ সহ ৭ জন সদস্য এবং ১ জন স্বেচ্ছাসেবক। প্রশিক্ষণ-কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ : সমাজ ও মণ্ডলীর মধ্যে নারীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা দ্বারা নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও ভূমিকা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু হয়েছিল বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে। প্রথমেই নারী বিষয়ক দপ্তরের কনভেনর রীতা রোজলিন কস্তা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য রাখেন এবং একই সময়ে শুভেচ্ছা গান ও নৃত্যের মাধ্যমে সবাইকে জানানো হয় সুস্বাগতম। এরপর পরিচয় পর্ব হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন থিওফিল নকরেক, সেক্রেটারী, খ্রিস্টভক্ত জনগণ বিষয়ক কমিশন।

১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৬:৩০ মিনিটে কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ খ্রিস্টের উপস্থিতি স্মরণে প্রধান প্রদীপটি প্রজ্বালন করেন এবং তা থেকে ৮টি ধর্মপ্রদেশের ভক্তদের মঙ্গল কামনা করে ৮জন প্রতিনিধি ৮টি মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। এরপর যথারীতি খ্রিস্টযাগ শুরু হয়।

খ্রিস্টযাগ শেষে তিনি সবাইকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং 'নারী-নেতৃত্বের উন্নয়ন' বিষয়ক ৯ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর দক্ষতার সাথে সহভাগিতা করেন মহামান্য

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, সিস্টার মিনতি রোজারিও সিএসসি, সিস্টার মেরী হেনরিয়েটা এসএমআরএ, বুলি হাগিদক, ফাদার রুবেন এম গমেজ সিএসসি, রীতা রোজলিন কস্তা, সেলিনা হোসেন, পাপিয়া রিবেরু ও চয়ন এইচ রিবেরু। এই প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

সমাপনী খ্রিস্টযাগ ও সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। তিনি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তার সহভাগিতা রাখেন। এরপর তিনি সবার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। সব শেষে নারী বিষয়ক দপ্তরের কনভেনর রীটা রোজলিন কস্তা সবাইকে ধন্যবাদ দেন ও এই নারী নেতৃত্ব বিষয়ক ৯ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

কারিতাস কর্তৃক আয়োজিত এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের সেমিনার

সেমিনারে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছেন অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস

মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ ▯ ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস সিএইচ-এনএফপি মিরপুর অফিসে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের সন্তানদের জন্য আগমনকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা কারিতাস সিএইচ-এনএফপি অফিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ বছরের আগমনকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনারের মূলসুর ছিল "প্রভু যিশুর জন্য ভালোবাসা, আমাদের রোগ যন্ত্রণায়-আশা"। আধ্যাত্মিক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, পরিচালক (প্রোগ্রামস), কারিতাস বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূলবক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, কারিতাস বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন মিরপুর সেমিনারীর পরিচালক ফাদার আগষ্টিন প্রলয় ডি'ক্রুজ।

গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু। শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সি.এইচ-এন.এফ.পি অফিসের ইনচার্জ মিসেস মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ প্রদান করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সুক্লেশ জর্জ কস্তা। আধ্যাত্মিক সেমিনারের মূল আকর্ষণ ছিল প্রধান অতিথি ও মূল বক্তার সহভাগিতা যা অত্যন্ত মূল্যবান ও সময়পোযোগী, তিনি মূল বিষয়, "প্রভু যিশুর জন্য-ভালোবাসা, আমাদের রোগ যন্ত্রণায়-আশা" আলোকে সহভাগিতা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের একে অপরের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়। একসঙ্গে থাকাটা একটা শক্তি। পরিশেষে ডা. পল্লব রোজারিও, ধন্যবাদ প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত করেন। উক্ত সেমিনারে এইডস আক্রান্ত ১৪ টি পরিবারের মোট ৩১জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন॥

নিউ জার্সিতে অনন্য আয়োজনে বড়দিন উদ্‌যাপন

যোসেফ কিশোর ▯ দুই শতাধিক অতিথির আগমনে গত ২৫ ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্য নিউ জার্সির জার্সি সিটির লেডি ওব মাউন্ট কারমেল স্কুল অডিটোরিয়ামে হয়ে গেলো ২০২২এর বড়দিন মিলন উৎসব। ৩০ বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলো নিউ জার্সিতে বসবাসরত বাঙ্গালী খ্রিস্টভক্তগণ।

বড়দিনে উদ্‌যাপনে বাঙালি খ্রিস্টভক্তগণ

অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাই একে অপরের সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। একই সঙ্গে চলছিলো কেক খাওয়া ও চা চক্র। এর পরপরই শুরু হয় বড়দের কীর্তন যা সবাই খুব উপভোগ করে। এবছরের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলো ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা অনেকেরই অনেক দিন মনে থাকবে। পরেই শুরু হয় বড়দিনের প্রীতিভোজ। শেষে আবার বড়দের কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অতিথিরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং অনুরোধ করেন যেন এইরকম অনুষ্ঠান সব সময় হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

কারিতাসে নতুন পরিচালকগণের দায়িত্বগ্রহণ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপগণের সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে পরিবর্তন এসেছে। এই সংস্থার পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক রিমি সুবাস দাশ। তিনি বিদায়ী পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন যোয়াকিম গমেজের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গমেজ কারিতাসে দীর্ঘ ৩০ বছর সফলতার সাথে চাকরি জীবন সম্পন্ন করে সংস্থার সার্ভিস রুলস্ অনুয়ায়ী ৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের নতুন আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন কারিতাস ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রামের পরিচালক মার্সেল রতন গুদা। তিনি রিমি সুবাস দাশের স্থলাভিষিক্ত হন।

এছাড়া কারিতাস বাংলাদেশের সিনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা লিটন গমেজ ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রামের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। সবগুলো নিয়োগই চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে।

৩ জানুয়ারি কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হল রুমে কারিতাসের পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও খুলনা কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু ও ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অনিতা মার্গারেট রোজারিও।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই তার বক্তব্যে যারা নতুন দায়িত্ব পেয়েছে তাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। কারিতাসের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীও নতুনদের শুভেচ্ছা জানান ও পুরাতন যারা ছিলেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।'এরপর সেবাষ্টিয়ান রোজারিও বিদায়ী পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন যোয়াকিম গমেজকে কারিতাসে নিষ্ঠার সাথে সেবা দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান ও নব নিযুক্ত পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও কারিতাস কর্মীবৃন্দের অনুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি আরও বক্তব্য রাখেন জ্যোতি গমেজ ও থিওফিল নকরেক। অনুষ্ঠানে আরও বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে লিটন গমেজ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মার্সেল রতন গুদা যথাক্রমে প্রকল্প ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা এর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

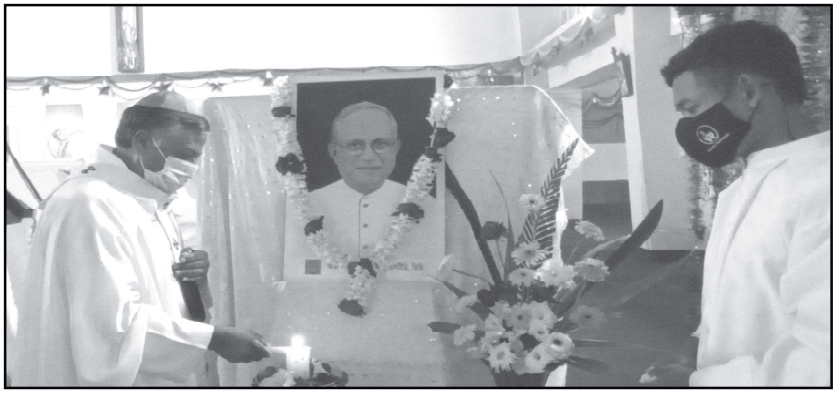

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বালন করছেন

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▯ বিগত ৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার সেন্ট্ মেরীস ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী রমনাতে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা এর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। বিকেল ৫টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগের শুরুতে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই মণ্ডলীতে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার অবদান ও সেবা কাজের কথা কিছুটা সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার ছবিতে মাল্যদান এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। খ্রিস্টযাগে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার জীবন, বাস্তব জীবনে উনার সাথে অভিজ্ঞতাসহ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর দিকগুলো নিয়ে সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন তেঁজগাও ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বি গমেজ। খ্রিস্টযাগের শেষে প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার কবরে প্রার্থনা করা হয় এবং আর্চবিশপসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন পুষ্পস্তবক ও ফুলের মধ্যদিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ানগণসহ কিছু খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা ৭:১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়॥

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Mathurapur Christian Co-operative Credit Union Ltd.

ডাকঘরঃ মথুরাপুর, **উপজেলাঃ** চাটমোহর, **জেলাঃ** পাবনা
রেজিঃ নং- ১/৮৪ সংশোধিত -১/২০০৮
মোবাইল নং: ০১৩০২-৩৯৮১২৯, *Email :* mcccu1963@gmail.com

স্মারক: সা- ০৪/৬২৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যালয়ে **মেম্বার সার্ভিস সহকারী** পদে নিয়োগের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীর নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
* পদের নামঃ **মেম্বার সার্ভিস সহকারী**। * পদের সংখ্যাঃ ০২ * বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর। (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য) * লিঙ্গ ঃ পুরুষ/মহিলা * বেতনঃ আলোচনা সাপেক্ষে।	* কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম অনার্স/বি.কম/বি.এ বা সমমানের ডিগ্রী হতে হবে। * মথুরাপুর ধর্মপল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। * মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নে সদস্য থাকতে হবে। * হিসাব বিভাগ/ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। * ক্রেডিট ইউনিয়ন/ এনজিও/ মাইক্রো ক্রেডিট এর কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। * কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে । * অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে শর্তাবলী শিথিল হতে পারে।

শর্তাবলী :

ক) **পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত :** ১। নাম, ২। পিতার নাম, ৩। মাতার নাম, ৪। জন্ম তারিখ, ৫। স্থায়ী ঠিকানা, ৬। বর্তমান ঠিকানা, ৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, ৮। ধর্ম, ৯। জাতীয়তা, ও ১০। মোবাইল নাম্বার।

খ) আবেদন পত্রের সঙ্গে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সকল সনদ পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, জাতীয় সনদ পত্র ও ২ কপি সদ্য তোলা পাশপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।

গ) আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ এবং সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে।

ঘ) চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

ঙ) ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশকৃত প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

চ) যে সকল প্রার্থী অত্র প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরী ছেড়ে গিয়েছেন তাদের আবেদন বিবেচিত হবে না।

ছ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য বর্তমান ঠিকানায় সাক্ষাৎকার পত্র ইস্যু করা হবে।

জ) ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র কোন কারণ দর্শান ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঝ) **কোন ঋণ খেলাপী সদস্য/সদস্যা চাকুরীর আবেদন করতে পারবেন না ।**

ঞ) আবেদন পত্র আগামী ২৬/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, মথুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা এই ঠিকানায় ডাক যোগে বা ব্যক্তিগত ভাবে পৌঁছাতে হবে।

ট) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শান ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

আভাষ গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

সুবল গমেজ
সেক্রেটারি
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

বিজ্ঞ/১০/২৩

১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম : ০২-১১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর গোসাইপুর, সুইহারী দিনাজপুর

বাপ্পি ও বাপ্পি, দেখতে দেখতে কেটে গেল দশটি বছর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ সেই না ফেরার দেশে। আর তোমাকে ডাকতে পারবো না বাপ্পি বাপ্পি বলে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবিতকালে তোমার সৎকর্মগুণে রয়েছ প্রভুর সেই আনন্দ আশ্রমে স্বর্গধামে। আজ এই বড়দিন উৎসবে ও তোমার দশম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে আমরা হৃদয়ভরে স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা অপরের সেবায় মিলেমিশে এক হয়ে শান্তিতে ও তোমার আদর্শে চলতে পারি। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা তোমাকে তাঁর পাশে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : দ্বীপালী রোজারিও
ছেলে ও মেয়ে : চন্দন, প্রিন্স, ক্লিন্টন ও ঊর্মী রোজারিও
ছেলে বৌ : নিপা গমেজ ও প্রিয়াংকা দাস
ভাতিজা ও ভাতিজা বউ : নির্মল ও প্রমা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : অপূর্ব, অর্পা, অর্ণ স্কারলেট ও স্কাইলার রোজারিও
পিসি : প্রয়াত সিস্টার আসন্তা রোজারিও
ভাস্তি: সিস্টার সীমা রোজারিও
ও সকল আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/০৯/২৩

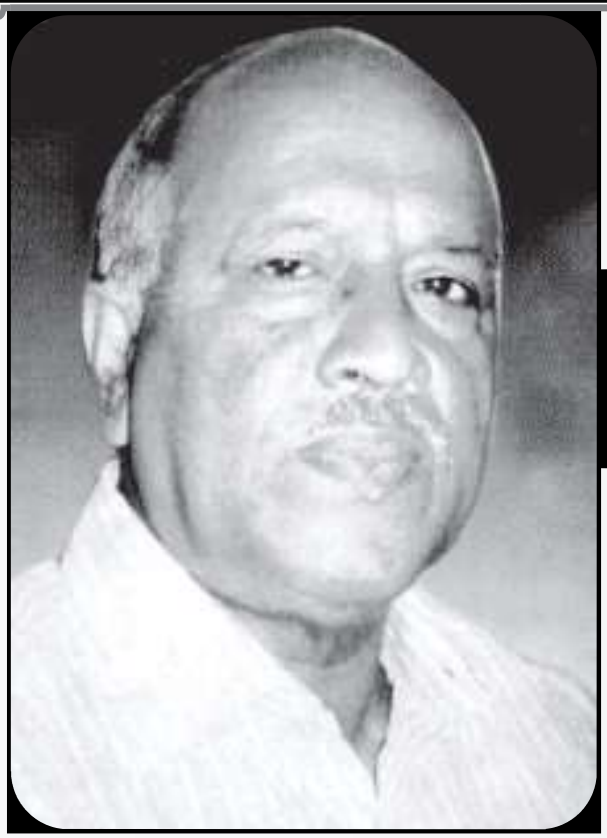

২০ তম মৃত্যুবার্ষিকী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর এই রম্যদেশে তুমি আছ

ডানিয়েল কোড়াইয়া

জন্ম: ৩১ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশিষ্ট সমবায়ী ও সমাজসেবক
প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়ার
আত্মার চির শান্তি কামনায় শোকাহত পরিবার

স্ত্রী: মল্লিকা কোড়াইয়া
ছেলে-ছেলে বৌ: শুভ্র-শিউলি, নোয়েল-মৌ, যোয়েল-মিতা।
নাতি-নাতনী: সৌম্য, সৌগত, রূপকথা, রংধনু, মুগ্ধ ও মহার্ঘ্য।
নীড়-২৪ ডানিয়েল কোড়াইয়া ভবন,
৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১২/২৩

Employment Opportunity

World Concern, (Bangladesh), an International Non-Government Organization has microcredit program, education programs, scholarship program, child rights program, disaster risk reduction program, integrated development program, capacity building and organizational development program both in rural and urban areas. We are searching two energetic, experienced & potential candidates for the position of **'Monitoring & Evaluation Manager'** and **'Monitoring & Evaluation Officer'** for donor funded projects of World Concern in Bangladesh.

Sl No.	Details of Positions	Necessary Requirements
01.	• **Name of Position: Monitoring and Evaluation Manager (1)** • **Age:** 35 – 50 years • **Salary:** Negotiable depending on Education and Experience of the candidate. • **Other Benefits:** As per Organizational Policy after confirmation. • **Location/work station:** Working Location is at Country Office, Dhaka but he/she needs to travel on frequent basis in different working areas of donor funded projects. • **Additional Job Requirement:** • Conceptual abilities, strategic thinking and analytical writing skills and knowledge. • Good communication, presentation, public speaking, discussion and negotiation skills. • Good research, learning, evidence-generation, policy debate and advocacy skills. • Organizing skills and capacity to multi-task in rapidly changing & fast-paced environments. • Experience of contributing to successful funding proposals for donors. • Experience of representation and ability to to to represent World Concern effectively in external forums.	• **Educational Qualification:** A Master's Degree preferably in Social Social Science/Sociology, Economics, Development Studies, Environmental Science, Political Science, Humanitarian Response and any other subject relevant to this position. • **Experience Needed:** At least 7 years of experience in the design and implementation of M&E/MIS in development projects implemented by national/international NGOs/UN bodies/Government. • **IT experience:** Proven ICT skills, especially in the development of MIS software using database software and expert in analyzing data using statistical software like SPSS or STATA or Excel. • **Job Summary:** The Monitoring & Evaluation Manager is responsible for Establishing, managing, and ensuring effective utilization of the Monitoring & Evaluation system by program staff and partners. This includes developing relevant and feasible Monitoring & Evaluation tools and processes, building capacity of staff and partners to use these tools and processes, and providing ongoing technical support and accompaniment required for this to happen. Ensuring that Program Quality and Learning (PQL) is prioritized throughout the program cycle. Contributing to program design specifically to ensure that credible evidence is being used, program logic (Results Framework, Logical Framework, and Theory of Change) and respective measurement frameworks are robust and aligned to World Concern M&E frameworks, principles and standards. Ensuring effective knowledge management for the program, such that information is accessible, shareable, transferable, and usable by all relevant stakeholders. Ensure that all World Concern staff, especially those assigned to the program, are properly oriented on World Concern M&E system, tools, and processes.
02.	• **Name of Position: Monitoring and Evaluation Officer (1)** • **Age:** 30 – 45 years • **Salary:** Consolidated pay of Tk.40,000/- (Forty thousand) for six months Probationary period. • **Other Benefits:** As per Organizational Policy after confirmation. • **Additional Job Requirement:** • Capable & willingness to ride Motor Cycle with valid Driving License. • Presentation, Project Management, Budgeting, Monitoring & Evaluation, Communication, Networking & Interpersonal skill. • Report writing skill (Bengali & English).	• **Educational Qualification:** A Graduate/Masters Degree preferably in Social Science/Sociology, Economics, Development Studies, Environmental Science, Political Science, Humanitarian Response and any other subject relevant to this position • **Experience Needed:** At least 05 years working experience in the design and implementation of Monitoring & Evaluation in any development projects implemented by national/international NGOs/ UN Bodies/Government. • **Location/work station:** Working Location is at Country Office, Dhaka with frequent field visits in different working areas. • **Job Summary:** Responsible for monitoring project activities, output, outcome & impact and ensuring high quality and timely inputs, and for ensuring that donor funded projects maintains its strategic vision and that its activities result in the achievement of its intended output in a cost effective and timely manner. He will work in close collaboration and closely with donor based projects teams and operations clusters, Government officials, private sector, non-government and civil society organizations.

Application Procedures:

Interested candidates are requested to apply with a Full Resume with two references, 02 copies of passport size photographs and copies of all academic & experience certificates including copies of National ID Card to the following mailing address or send your soft copy directly to the following e-mail address wcbcohrd@gmail.com **on or before 26/01/2023.**

বিজ্ঞ/১৩/২৩

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2022-2023/526 Date: 10 January, 2023

JOB OPPORTUNITY

A renowned organization is looking for qualified candidates as described below:
Position: Programmer, ICT Department
Duty Station: Dhaka Head Office

Key Job Responsibilities:

- Must have problem solving skills.
- Very good understanding of web site & web application development processes, from the layout/user interface to relational database structures with OOP features, Laravel Framework.
- Must have thorough knowledge in HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap development with responsive and legacy browser compliance.
- Deep knowledge in C#, MVC, .Net Framework (Any of the following PHP, ASP.Net)
- Ability to lead a team working in a project through requirements analysis, planning, design and also development but also capable to work alone when required.
- Ability to solve problems as they appear in projects and help project team members as necessary.
- Must have very good knowledge JavaScript Framework/Library.
- Basic knowledge of various Web API's and how to integrate with 3rd party systems
- Experience with SQL/ MySQL is required.
- Provide 24/7 troubleshooting and support on a demand basis.

Educational Requirements:

- B.Sc./ M.Sc. in Computer Science & Engineering / MIS.
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 3 years' practical experiences in the related field in reputed organizations.

Additional Requirements:

- Age maximum 35 years.
- Male/Female both can apply
- Vendor certification on different technologies will be preferred.
- Creative, analytical and proactive problem solver.
- Positive attitude demonstrating initiative and drive.
- Ability to work collaboratively and under pressure.
- Ability to work independently within a team-orientated environment meeting all deadlines.
- Effective English language communicator (both conversational and technical/verbal & written)

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a Cover letter/forwarding letter and send to the following address by **25th January, 2023.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

বিজ্ঞ/১৪/২৩

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৫২৫ তারিখ ঃ ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর নির্মাণাধীন প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র:	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	কর্তব্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	কেয়ারটেকার কাম সিকিউরিটি গার্ড	০৪	অনুর্ধ্ব ৩২ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - প্রকল্পের নির্মাণ মালামাল সমূহ সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - প্রতিষ্ঠানের সকল মালামালের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে পূর্ববর্তী গার্ড থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয়া এবং কর্তব্য শেষে আগত গার্ডকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া। - কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষনিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা। - আগত সকল গেষ্ট, পরিদর্শক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষন করা এবং তাদের পরিচয় সর্ম্পকে নিশ্চিত হওয়া এবং ভিজিটর বইতে এন্ট্রি দেওয়া। - প্রজেক্টে আগত মালামাল এবং বের হওয়া মালামালের সঠিক পরিমাণ যাচাই করা এবং যথাযথ নথিভূক্ত করা। - কর্মঠ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং মার্জিত ও সৎভাবের হতে হবে। - প্রকল্পে ১২ ঘন্টা করে দায়িত্ব পালন ও প্রকল্পে অবস্থান করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। - রাতে এর্লাম বা হুইসেল বাজিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
০২	স্টোর কিপার কাম সুপারভাইজার	০২	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- স্টোর ও স্টোর সর্ম্পকিত কাজের ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন- স্টোর লেজার ও জেনারেল লেজার মেইনটেইন করা। - প্রার্থীকে কমপক্ষে HSC পাশ হতে হবে। - প্রকল্পস্থ নির্মাণ সামগ্রী বা মালামাল সমূহ সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - জিনিসপত্রের গুনগত মান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - মালামালের রিকুইজিশন রেকর্ড রাখা এবং সেই অনুযায়ী মালামাল স্টক করা। - মালামাল গ্রহণ ও প্রদানের সঠিক তদারকি পূর্বক যাবতীয় হিসাব নিকাশ রাখা। - স্টোর হাউজে মালামালের পদের ক্রম বা ধরণ অনুযায়ী গুছিয়ে রাখা। - অব্যবহৃত মালামালের হিসাব ও ব্যবহারকৃত মালামালের অবশিষ্ঠাংশ স্টোরে সংরক্ষন করা। - কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পে অবস্থান করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।
০৩	কিউরিংম্যান কাম পিয়ন	০২	অনুর্ধ্ব ৩০ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - যথাসময়ে নির্মাণাধীন কাজে কিউরিং এর জন্য পানি দেওয়া নিশ্চিত করা এবং প্রজেক্টের মালামাল যেন অপচয় না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা। - প্রকল্পের প্রয়োজনে সমিতি ও পরামর্শক অফিস এবং বিভিন্ন স্থানে নথি পত্রাদি আদান-প্রদান করা। - প্রকল্পের বিভিন্ন ঢালাই কার্যক্রম চলাকালে মালামালের হিসাব নিকাশ রাখা। - প্রকল্পে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত মালামালের অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করা। - প্রকল্পস্থ ব্যবহারকৃত মালামাল সংগ্রহ করে স্টোরের বুঝিয়ে দেওয়া। যেমন- সিমেন্ট ব্যাগ, রডের কাট পিস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক্যাল মালামালের অবশিষ্টাংশ সমূহ সহ সমিতির অন্যান্য নির্মাণ মালামাল সংরক্ষণ করা। - প্রজেক্টে ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত মালামালের তদারকি করা।

শর্তাবলী ঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় যে কোন নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
রেভা ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরি বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

Job Opportunity

Divine Mercy Hospital Ltd. is a dynamic project of The Christian Co-operative Credit Union Ltd. Dhaka. It is located on the outskirts of Dhaka city at proximity to the Dhaka By Pass National Highway at Mothbari, Ulukhola Kaligonj under the District of Gazipur (approx. 12 kilometers from Kuril, Bishwaroad).
Divine Mercy Hospital is a 300 bedded multi-disciplinary hospital to be established with the aim of providing quality health care services at affordable costs to the people of all segments of the society of Bangladesh.
DMH is organized to have almost all clinical departments under one roof which will enable to deliver proper integrated services to the patients. One stop state of the art Diagnostic Services will be one of its major features. It will also provide 24 hours emergency and ambulance services, with round the clock doctors, available for treatment of various discipline.
Divine Mercy Hospital is set to start its operation from **April 2023**. The hospital is looking for self-driven, young and energetic candidate for the position of an **Office Secretary**.

Key Job Responsibilities:

- Greet visitors and create a welcoming environment
- Manage communication including phone calls
- Maintain and order office supplies
- Receive invoices and review for accuracy
- Schedule appointments and organize meetings, prepare minutes
- Receive deliveries; sort and distribute
- Coordinate staff travel arrangements including transportation and accommodations (as necessary)

Educational Qualification

Minimum Bachelor degree in any discipline

Job Requirements:

- Age maximum 28 years
- Typing skills both in Bangla and English
- Female candidates are encouraged to apply
- Excellent communication abilities both in English and Bangla (in writing)
- Flexibility and adaptability
- Computer skills (MS-Office)
- Good knowledge in secretarial jobs, at least 2-3 years working experience

Salary and Other Benefits: As per policy (negotiable with experienced candidates)

Job Location: Mothbari, PO: Ulukhola, Union: Nagori Dist.: Gazipur

Application Instructions:

Candidates who fulfill the above requirements are requested to send their application along with your latest CV, recent passport size photograph, contact detail of two referees, all academic certificates, copy of NID to: **HR Manager, Divine Mercy Hospital, 9 Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka.** Name of the position should be mentioned on top of envelop. Or E:mail to hrd@divinemercyhospital.com . The deadline for submission of the application is **25 January, 2023.**

Elsie Victoria Gomes
HR Manager – Divine Mercy Hospital
(A Concern of The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka)

January 7, 2023

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2022-2023/524 Date: 10 January, 2023

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated professional for the smooth operation of its new venture Integrated Agriculture Program.

Position: **Agriculture Officer**

Key Job Responsibilities:

- Facilitate the integrated Agriculture program planning.
- Facilitate necessary training for the members who are involved in Agriculture/Livestock/ Fisheries Program.
- Keep strategic network & collaborative relations with Upazila Livestock and concerned departments.
- Keep collaborative network with Universities and relevant sectors.
- Provide necessary advice to farmers at grass root level.
- Link the learning for bigger loan investment in the sector.
- Closely work with the Manager of Credit Operation Department, Loan Investigation & Recovery Department and Marketing Department.

Educational Requirements:

- B.Sc. in Agriculture/Animal Husbandry/DVM/Fisheries from any recognized University.

Additional Requirements:

- Age maximum 35 years
- Minimum 03 years' experiences in this specific job
- Frequent travel to strategic working location of the CCCUL
- Good command in Bangla and English Project Proposal writing
- Excellent proficiency in MS-Word, Excel and MS-Project
- Work well in team oriented environment and have good people's skill

Salary: Negotiable

Time of Deployment: Immediate

Workstation: Arabandhakhola, Nagori, Kaligonj Gazipur and frequent visit to branch Offices of The Christian Cooperative Credit Union Ltd

Employment Status : Full-time

Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **25th January, 2023.**

The position applied for should be written on top right corner of envelop.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215
Tel: 9123764, 9139901-2

সু-খবর! সু-খবর! সু-খবর!

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

সমিতির সদস্যদের আবাসনের কথা চিন্তা করে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র তেজগাঁও-এর পূর্ব তেজতুরীবাজারে আবাসন-৮ প্রকল্পটির কাজ শুরু হচ্ছে

আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট কিনুন

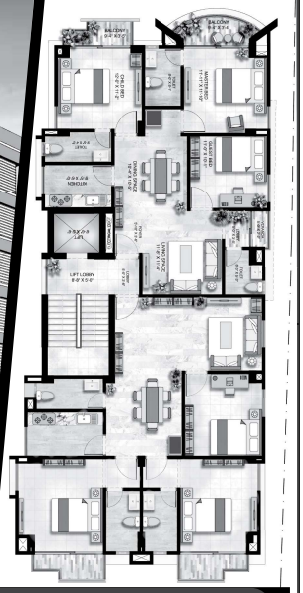

এ সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য

বারি স্টুডিও-এর গলিতে এবং নর্দান ইউনিভার্সিটির পেছনে অবস্থিত ১০০/১, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও-এ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা সহ ৮১৫, ১০১০, ১১০০, ১৪০০ এবং ১৫২৫ বর্গফুটের দুই ও তিন ইউনিটের ফ্ল্যাট

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

বিস্তারিত জানতে কল করুন
০১৭০৯৮১৫৪১৫
০১৭১৪৮০১৮১৬

সরাসরি যোগাযোগের জন্য
রিয়েল এস্টেট বিভাগ
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর বর্ধিত অফিস
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার
৯ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

CCCUL

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

আপনার তথ্য হালনাগাদ করুন

দ্রুত সেবা গ্রহণ ও মরনোত্তর জটিলতা পরিহার করার জন্য ঢাকা ক্রেডিটে আপনার নিম্নলিখিত তথ্য নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে হালনাগাদ করুন।

- নাম
- জন্ম তারিখ
- ঠিকানা
- কর্মস্থলের তথ্য
- টেলিফোন নম্বর
- বৈবাহিক ও পারিবারিক তথ্য
- নমিনি
- ই-মেইল আইডি
- ভোটার আইডি

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আজই নিকটস্থ প্রধান কার্যালয় বা সেবাকেন্দ্রে আসুন।

০১৭০৯৮১৫৪২২

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
প্রেসিডেন্ট
দিসিসিসিইউলিঃ, ঢাকা।

মি. মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলিঃ, ঢাকা।

তীর্থ! তীর্থ! তীর্থ!

দিনাজপুর জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে তীর্থ

স্থানঃ জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির, রাজারামপুর, দিনাজপুর।
তারিখঃ ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

আসছে ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে মহাসমারোহে তীর্থ উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থে যোগদান করে মাতা মারীয়ার প্রতি বিশেষ প্রার্থনা, ভক্তি, মানত ও উদ্দেশ্য নিবেদন করে এবং পর্বকর্তা হয়ে নিজের পরিবারের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে বিশেষ খ্রিস্টযাগ নিবেদন করতে পারেন। উক্ত তীর্থ উৎসবে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

যারা দূর দুরান্ত থেকে আগের দিন আসতে চান তাদের জন্য **পালকীয় কেন্দ্রে** মাত্র ৩০০ টাকায় শুভেচ্ছা মূল্যে রাতে ও সকালের খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পালকীয় কেন্দ্র থেকে তীর্থ মন্দিরটির দূরত্ব মাত্র ১ কি.মি.। যারা পালকীয় কেন্দ্রে পূর্বের দিন আসবেন, তাদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সময়সূচী

নভেনা	ঃ ১৮-২৬ জানুয়ারি প্রতিদিন বিকাল ৪টায় নভেনা ও খ্রিস্টযাগ।
নিশি জাগরণ ও নিরাময় অনুষ্ঠান	ঃ ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ।
তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ	ঃ ১মঃ খ্রিস্টযাগ সকাল ৯:০০ টায় ।
	২য়ঃ খ্রিস্টযাগ সকাল ১১:০০ টায় ।

যোগাযোগের ঠিকানা

পালকীয় কেন্দ্র
লালুপাড়া, মাতাসাগর
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-১৬৯৭০৬

যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্বায়ক
ফাদার আন্তনী সেন
জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ কমিটি
দিনাজপুর কাথলিক ধর্মপ্রদেশ
রাজারামপুর, দিনাজপুর।
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৪১১৯৭৩

বিজ্ঞ/১২/২৩

শোকাহত আমরা...

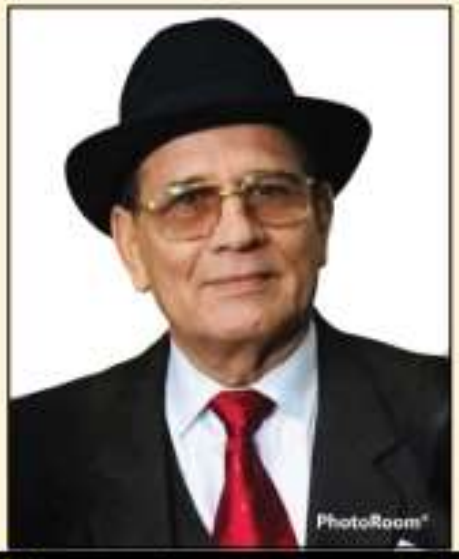

স্বর্গীয় ওয়াল্টার রোজারিও

পিতা: রোডল্ফ রোজারিও
মাতা: আগ্নেস রোজারিও
জন্ম: ২৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)
গ্রাম: নাগরী (জোয়া মেস্তরী বাড়ী)
নাগরী ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
মৃত্যু: ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, আমেরিকা)

"ধ্যানে-জ্ঞানে ছিলো গান, ছিলো আরো সুর:-
আনন্দ-পরিবার খুশিতে ভরপুর,
কে জানিতো হৃদয়ে দুঃখ আচিনপুর।
না বলে চলেই গেলে আজ বহুদুর?
শ্রোতার হৃদয় কোনে তোমারই গান,
গানের ভুবনে তুমি জেগে থাকা প্রাণ।।"

আজ চল্লিশ দিবস চলে গেল, তুমি নেই। নেই তোমার হাসিমাখা কথা, নাতি-নাতনিদের সাথে খুঁনসুটি। খাবারের টেবিলে নেই তোমার সরব উপস্থিতি। তুমি হীনা ছোট্ট নিবাসে আজ শূন্যতার বসবাস। এখন দেয়ালে তোমার প্রতিটি ছবি স্মৃতি হয়ে গেছে। গাড়ির চাকা গেছে থেমে। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ গুনি প্রতিক্ষণ শুধু স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমার জীবন ঘড়ি। অবুঝ নাতি-নাতনির চোখে তোমাকে না দেখার শূন্যতা দেয়ালের ছবিতে আটকে থাকে। বড় অসময়ে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে পিতার কোলে।

জীবনে তোমার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রার্থনা, নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শ ছিল আমাদের দিক নির্দেশনা। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেছি সব সময়। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে একাকিত্বের মাঝেও তুমি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে আমাদের রেখেছিলে সুখী করে। তোমার জীবনের সকল কষ্ট আমাদের দিয়েছে সফলতার সোনালী সূর্য।

আমাদের বিশ্বাস আজ তুমি আছো ঈশ্বরের বাগানের ফুল হয়ে। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন বলেই তোমাকে বেছে নিয়েছেন তোমার চরণে ঠাঁই দেবার তরে। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ প্রতি পালন করতে পারি। প্রার্থনা করি তোমার সকল পাপ যেন ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

ওপারে তুমি অনেক অনেক ভালো থেকো।

শোকার্ত তোমার প্রিয়জন

রেবেকা রোজারিও (স্ত্রী)
সিজার রোজারিও (ছেলে)
ডিনা রোজারিও (ছেলে বৌ)
উমা রোজারিও (মেয়ে)
গ্রেগরী শীতল পেরেরা (মেয়ে জামাই)
শার্লি, স্টেফি, ক্লেয়ার ও কার্ল (আদরের নাতনি ও নাতি)
সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, ইউএসএ

বিজ্ঞ/০১/২০২৩

বর্ষ ৮৩ ◆ সংখ্যা - ০১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 01
Regd. No. DA-33
◆ 15 - 21 January, 2023, ১ - ৭ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

বি. দ্র. ১। পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন।

২। আগাম যোগাযোগের ভিত্তিতে ৫০ টাকা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পর্বদিনে দুপুরের প্যাকেট লাঞ্চ সংগ্রহ করার সুবিধা রয়েছে। তবে অবশ্যই ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ এর মধ্যে স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমে জানাতে হবে।

চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড

- ৪০ টি পাকা টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- জমি ভরাটের কাজ চলমান।
- দক্ষিণের জলাশয় (পুকুর) ভরাট ও উত্তরের রাস্তা প্রশস্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।
- চ্যাপেলের পুনঃসংস্কার করা হবে।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

অনুগ্রহ করে মাস্ক পরুন ও সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ

২৫ জানুয়ারি থেকে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ

- সকাল ০৬:৩০ মিনিট এবং
- বিকাল ০৩:৪৫ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার

- ১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৬:৩০ মিনিট
- ২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০টা

যোগাযোগের ঠিকানা

ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে

পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ-০১/২০২৩

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org